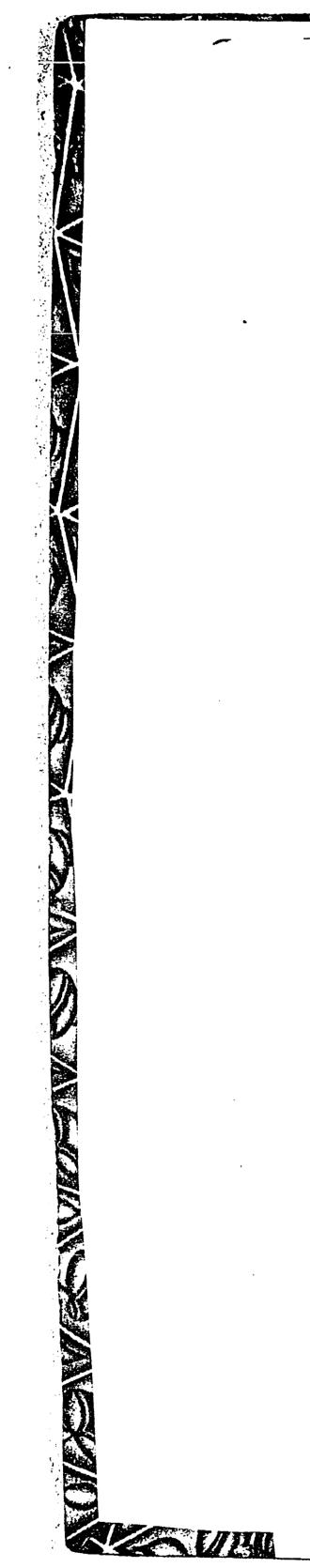
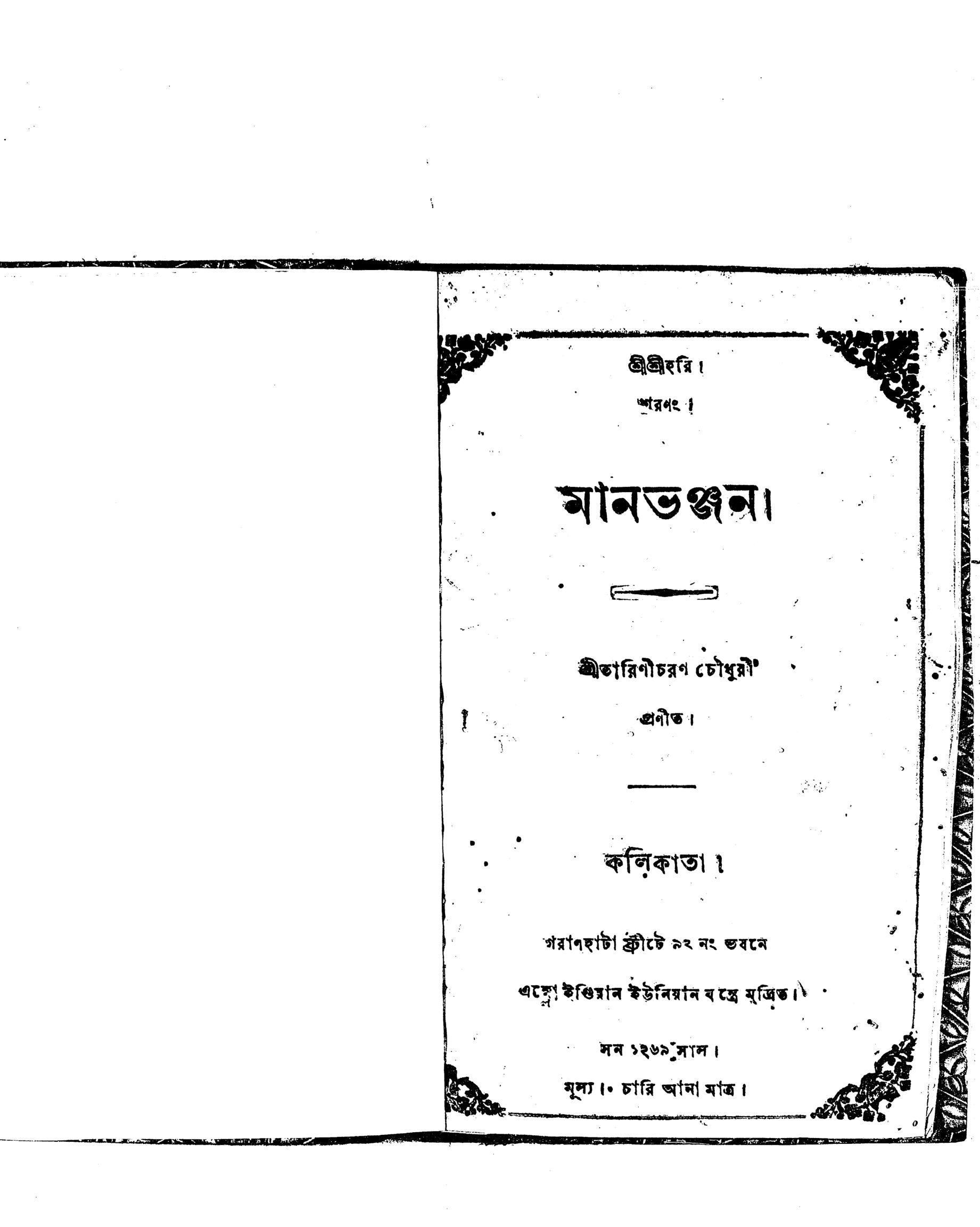
Record No.	CSS 2000/64	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1269b.s.
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Ehlo Indian Union Press 92 Garanhata Street
Author/ Editor:	Tarinicharan Choudhury	Size:	11.5x19.5cm
		Condition:	Brittle
Title:	Manbhanjan	Remarks:	Poetry

### Hitesranjan Sanyal Memorial Collection Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

-



· · ·



•

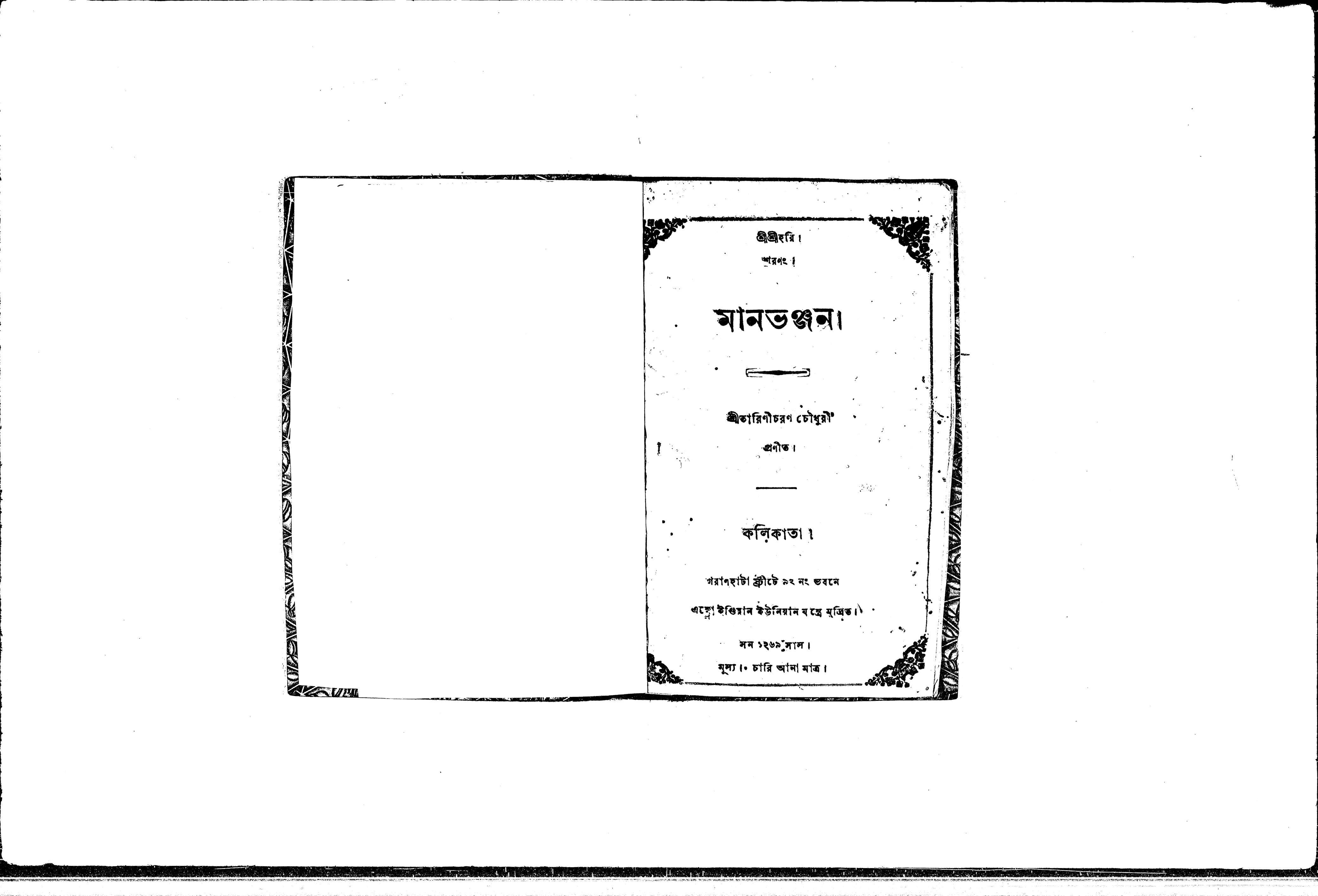
. .

•

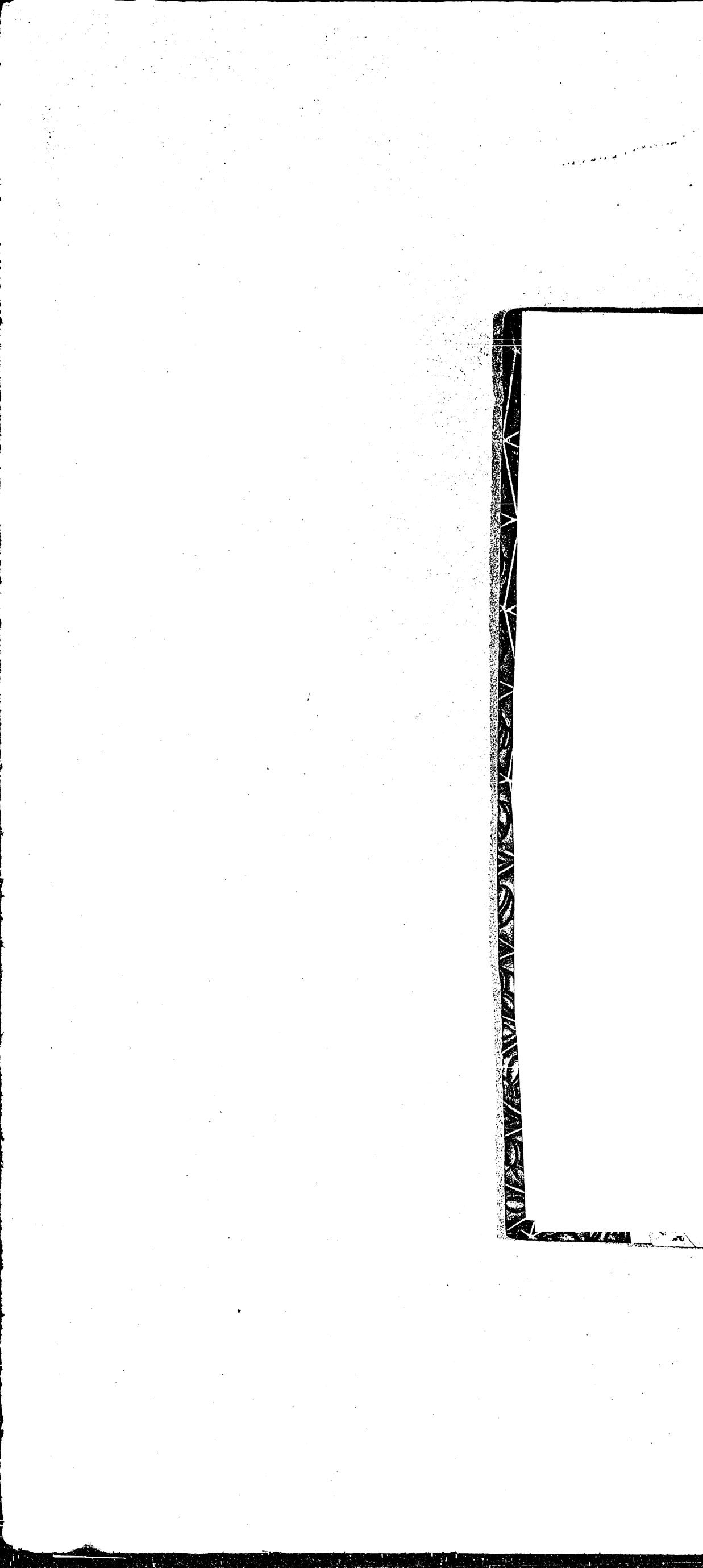
•

•

.



•



na ana amin'ny tanàna mandritry dia kaominina dia kaominina dia kaominina dia kaominina dia kaominina dia kaomi Jeografia

জীযুক্ত তারিণীচরণ চৌধুরী প্রিয়তমেশু-

এই মানভঞ্জন কাব্য আমিই রচনা করিয়াছি। তুমি যে ভাবাদি দিয়াছিলে তৎ সমন্ত পরিবর্ত্তিত এবং তাহার স্থানে সরস ভাব সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিক কি ভোমার রচনা ইহাতে আছে কি না তাহা আমি ৰসিতে পারিনা। যাহা হউক আমি তোমার উপকার সাধনে সাধ্যমতে লিখিলাম এক্ষণে ইহা পাঠকগণের মনোরম্য হইলেই প্রতিত্তা হইতে মুক্ত হইব। তদীয় শুভাতিলাষি

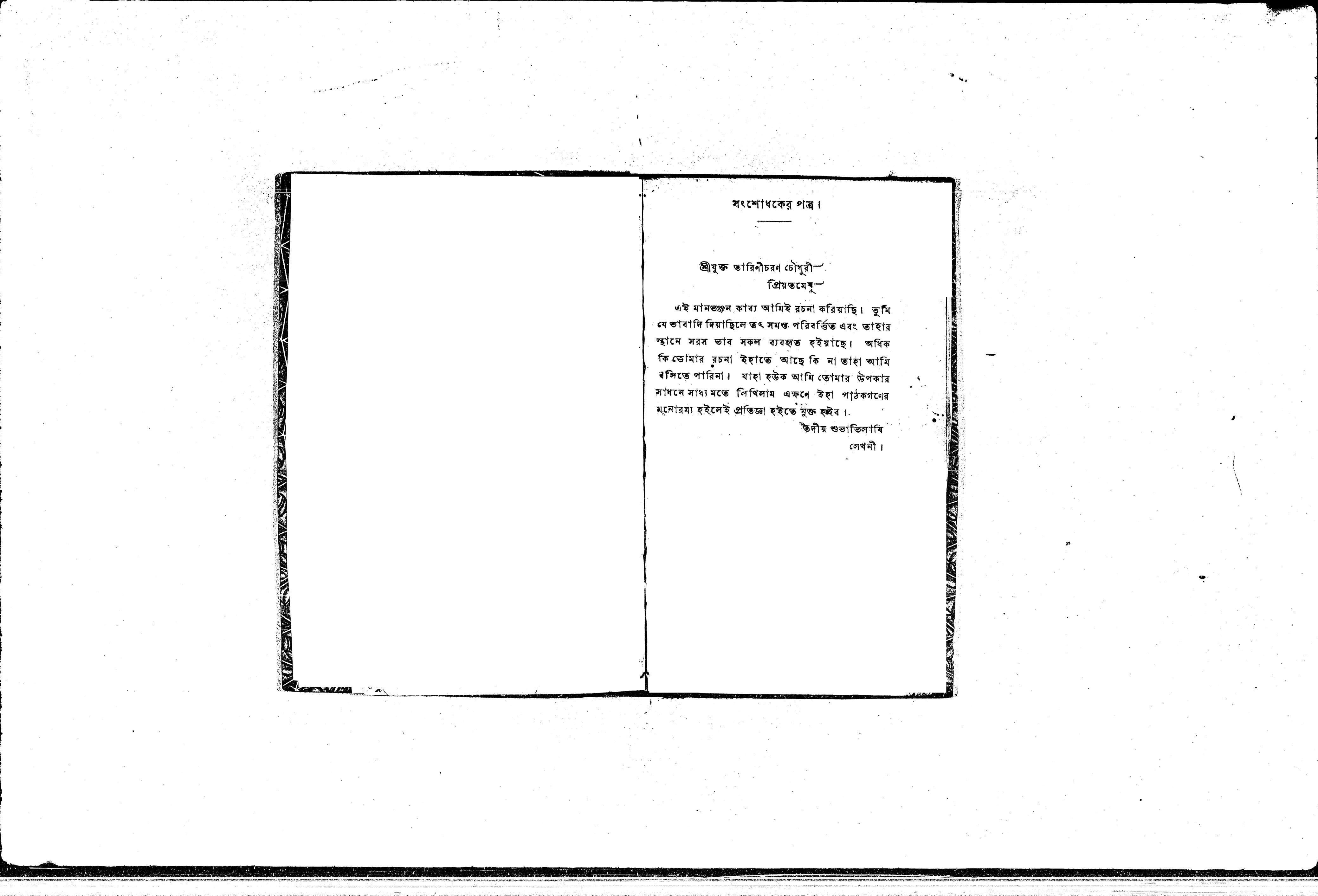
الاستهدامية والمستحد بالمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستح

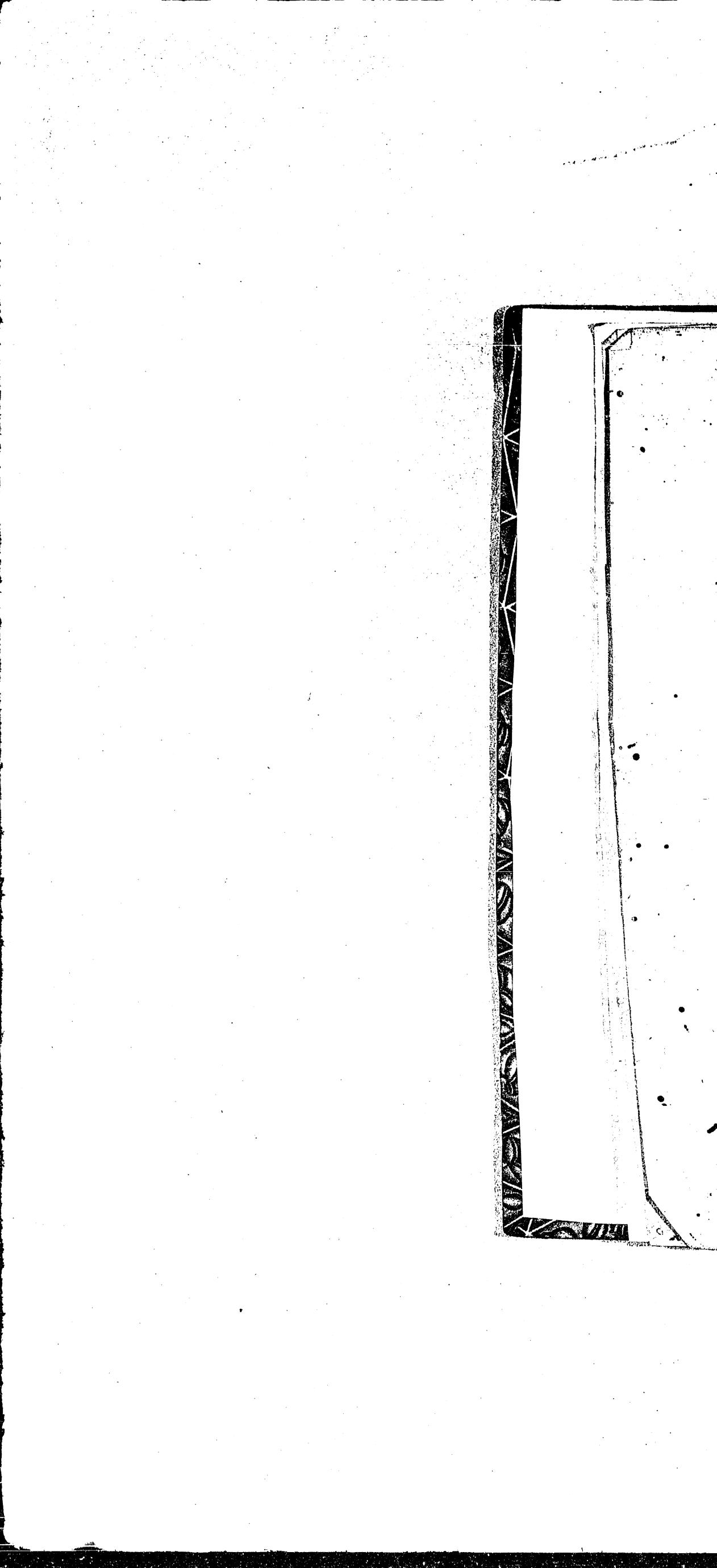
n an the second state of the s Second Second

সংশোধকের পত্র।

লেখনী।

. . . .





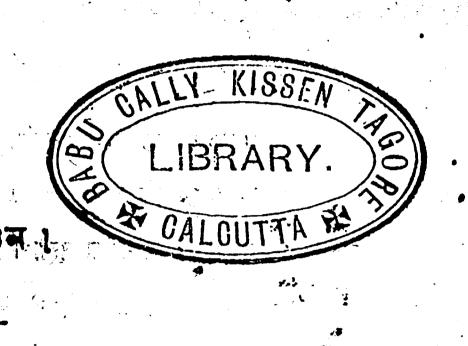
a na antara a la cara a ca

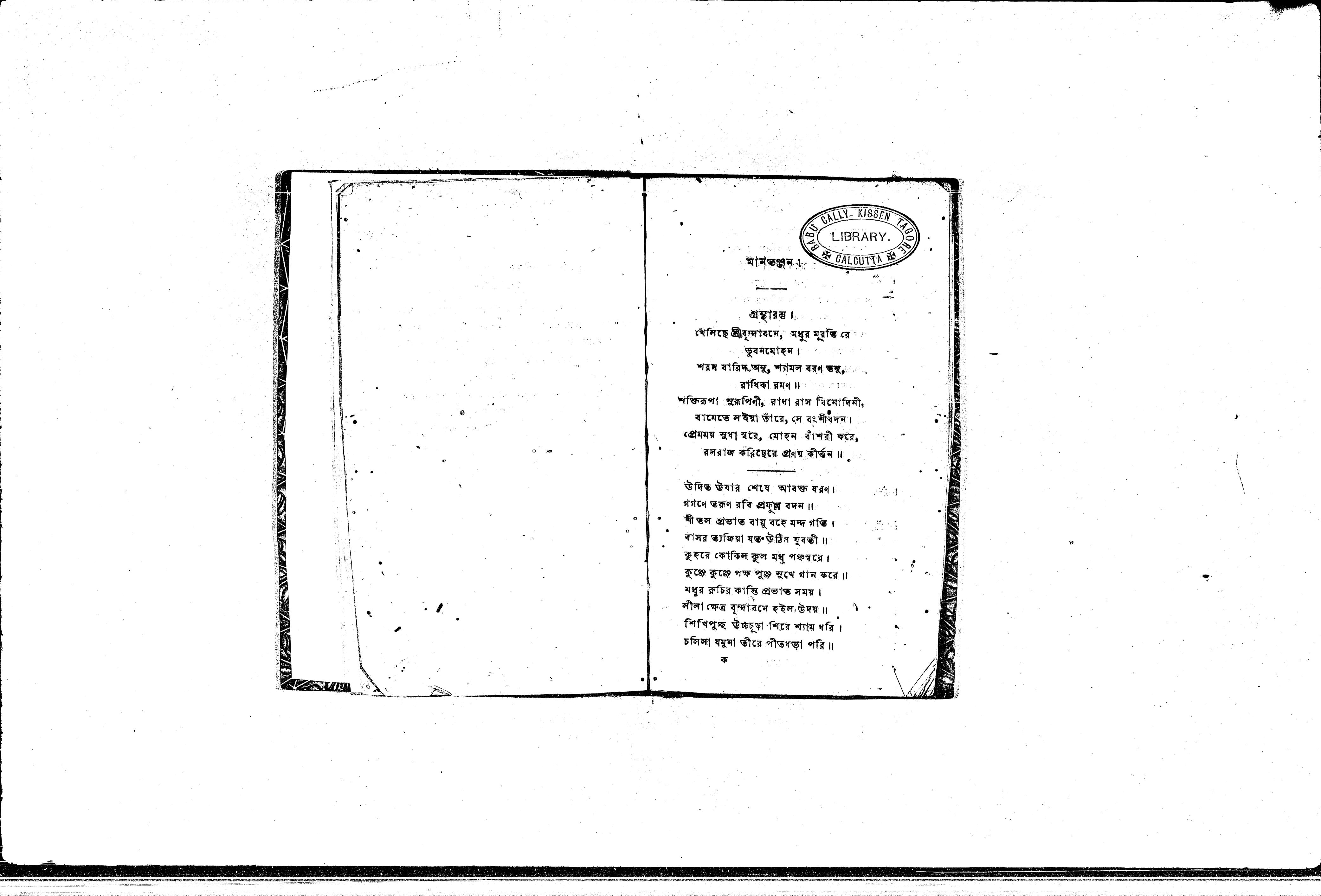
L.

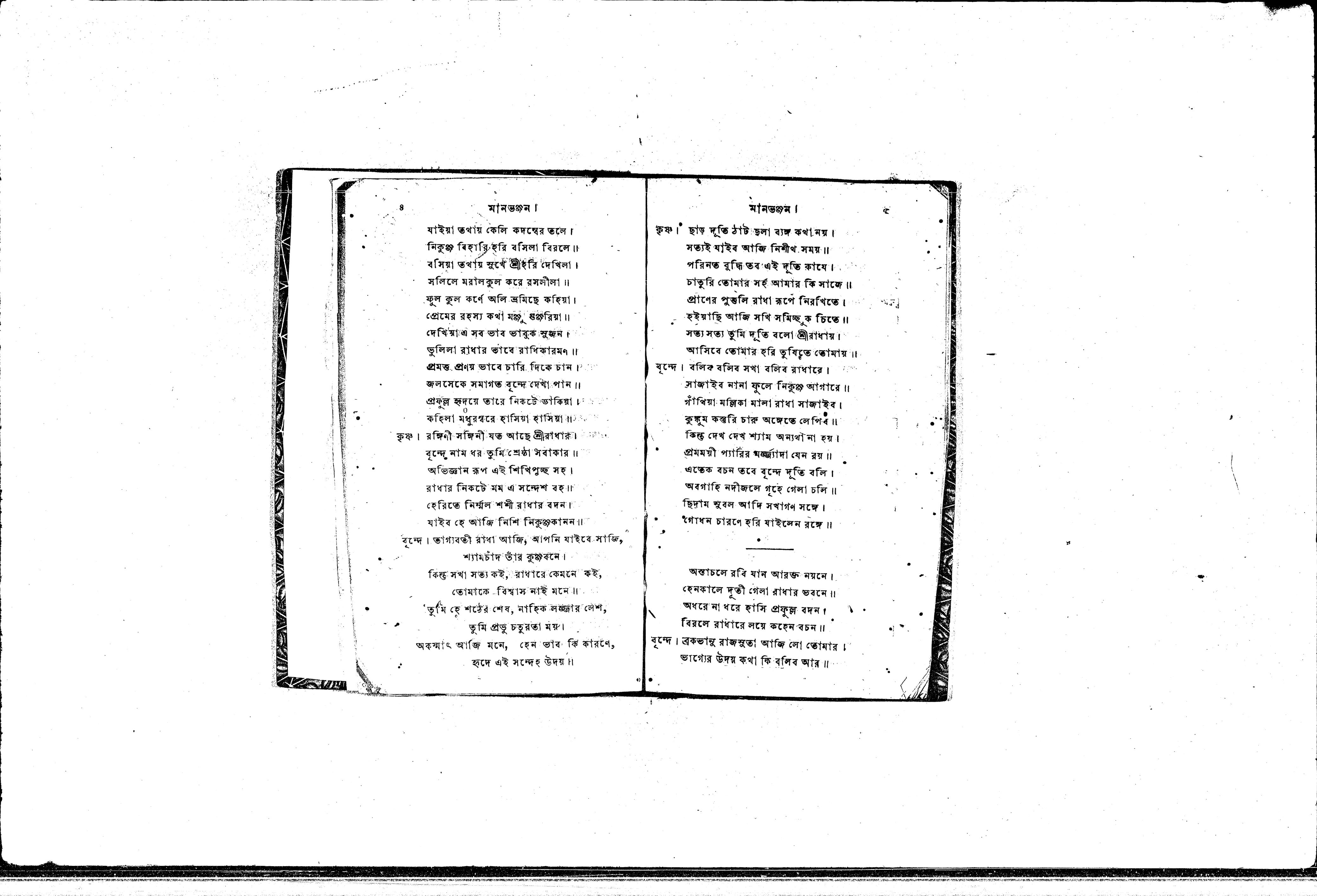
মানতঞ্জন গ্রন্থ। ভুবনমোহন। শরদ বারিদ অন্থ, শ্যামল বরণ তন্ত্র, রাধিকা রম্ণ ॥ 👘 🖉 🖉 👘 রসরাজ করিছেরে প্রশায় কীর্ত্তন।

খেলিছে জীবৃদ্দাবনে, মধুর মূরতি রে শক্তিরপ' স্রুরিপিনী, রাধা রাস বিনোদিনী, বামেতে লইয়া তাঁরে, সে বংশীবদন। প্রেমময় স্থা হরে, মোহন বাঁশরী করে, উদিত উষার শেষে আবজ্ঞ বরণ। গগণে তেরণ রবি প্রফুল বদন।।

শী তল প্রভাত বায়ু বহে মন্দ গতি। বাসর ত্যাজিয়া যত্ত উঠিল যুবতী ॥ কুহরে কোকিল কুল মধু পঞ্চস্বরে। কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষ পুঞ্জ স্থথে গান করে।। মধুর রুচির কান্তি প্রভাত সময়। লীলা ক্ষেত্র বৃন্দারনে হইল, উদয়।। শিখিপুচ্ছ উচ্চচূড়া শিরে শ্যাম ধরি। চলিলা যমুনা ভীরে পীত্রধড়া পরি।।





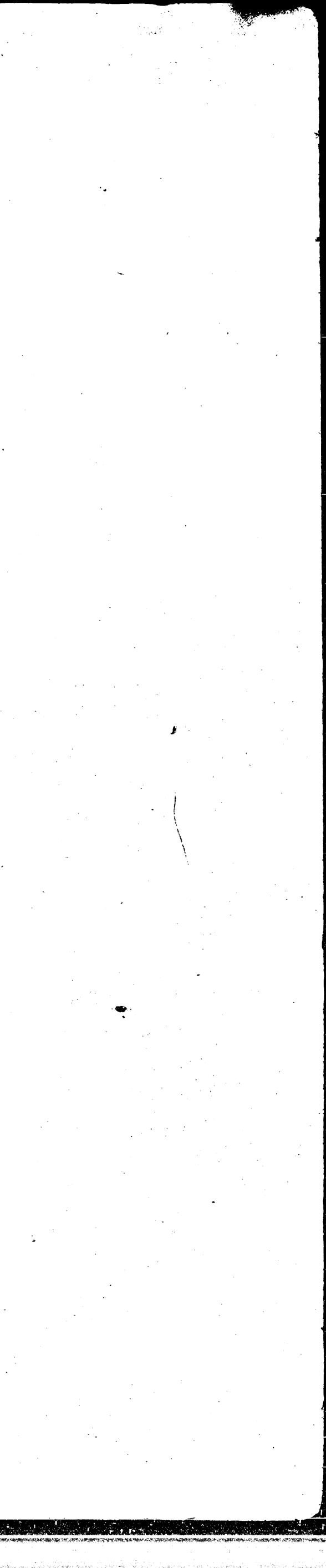


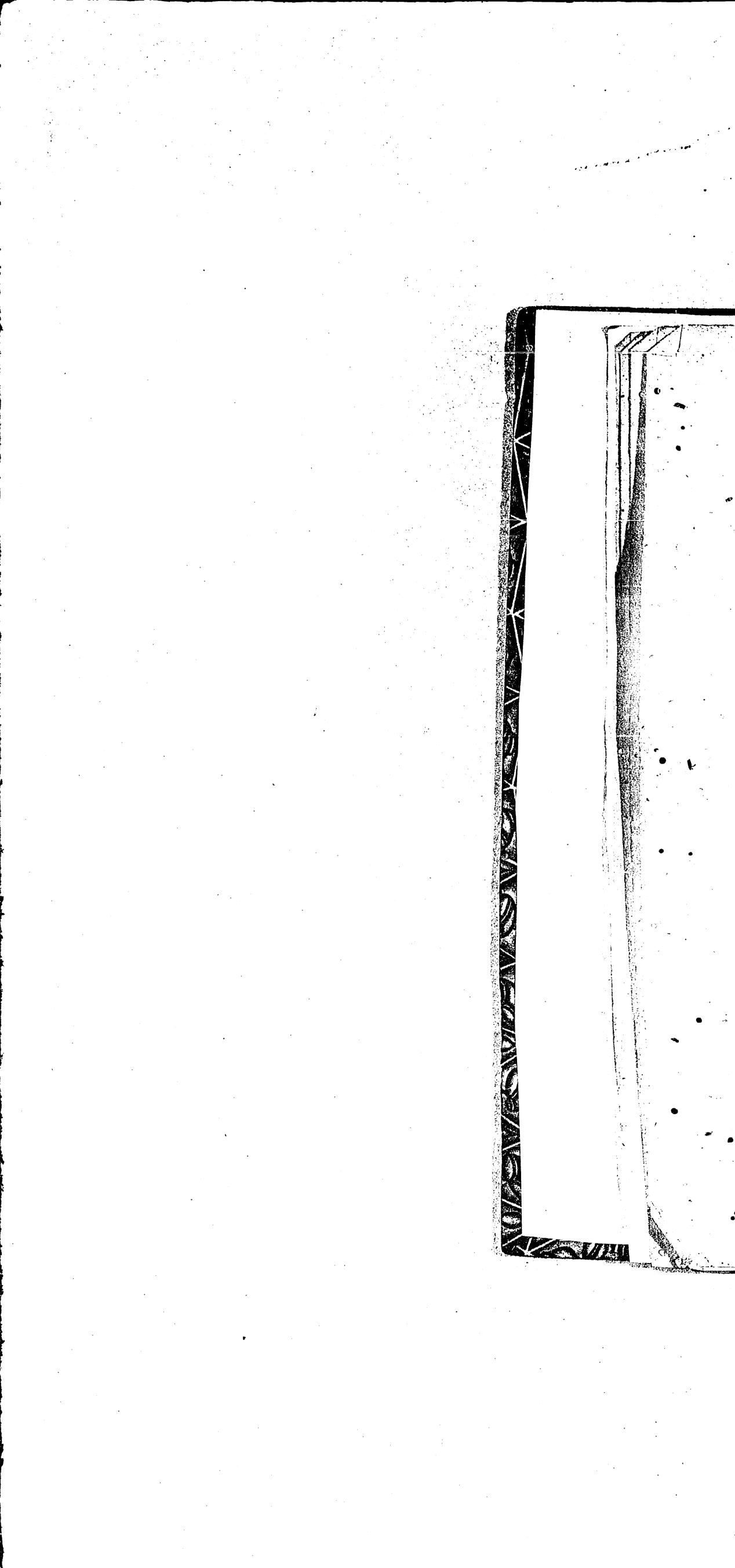
মানভঞ্জন। যাইয়া তথায় কেলি কদন্বের তলে। নিকুঞ্জ ৰিহারি হরি বসিলা বিরলে।। বসিয়া তথায় স্থথে জীহরি দেখিলা। সলিলে মরালকুল করে রসলীলা ॥ ফুল কুল কর্ণে অলি ভ্রমিছে কহিয়া। প্রেমের রহস্য কথা মঞ্জু গুঞ্জরিয়া।। দেখিয়াও সব ভাব ভাবুক স্কুন। ভুলিলা রাধার ভাবে রাধিকারমণ।। প্রমন্ত প্রাণয় ভাবে চারি দিকে চান ৷ জলসেকে সমাগত বুন্দে দেখা পান। প্রফুল্ল হৃদয়ে তারে নিকটে ভাকিয়া। কহিলা মধুরস্বরে হাসিয়া হাসিয়া ।। কৃষ্ণ। রঙ্গিনী সঙ্গিনী যন্ত আছে জীরাধার। বৃন্দে নাম ধর তুমি শেষ্ঠা সবাকার।। অভিজ্ঞান রূপ এই শিখিপুচ্ছ সহ। রাধার নিকটে মম এ সন্দেশ বহা হেরিতে নির্দাল শশী রাধার বদন। যাইব হে আজি নিশি নিকুঞ্জকানন। বন্দে। তাগ্যবতী রাধা আজি, আপনি যাইবে সাজি, শ্যামচাদ তার কুঞ্চবনে। কিন্দু সখা সত্ত্য কই, রাধারে কেমনে কই, তোমাকে বিশ্বাস নাই মনে।। 'তুমি হে শঠের শেব, নাহিক লজ্জার লেশ, তুমি প্রভু চতুরতা ময়। অকসাৎ আজি মনে, হেন ভাব কি কারণে,

হৃদে এই সন্দেহ উদয়।

কৃষ্ণ ছাড় দূতি ঠাট ছলা ব্যঙ্গ কথা নয়। সত্যই যাইব আজি নিশীথ সময়।। পরিনত বুদ্ধি তব এই দূতি কাযে। চাতুরি তোমার সই আমার কি সাজে॥ প্রাণের পুন্তলি রাধা রূপে নিরখিতে। হইয়াছি আজি সখি সমিচ্ছুক চিতে।। সভ্য সত্য তুমি দূতি বলো জীরাধায়। আসিবে তোমার হরি তুষিতে তোমায়।। খৃন্দে। বলিক বলিব সখা বলিব রাধারে। সাজাইব নানা ফুলে নিকুঞ্জ আগারে॥ গাঁথিয়া মল্লিকা মালা রাধা সাজাইব। কুঙ্গুম কস্তুরি চারু অঙ্গেতে লেপিব। কিন্দু দেখ দেখ শ্যাম অন্যথানা হয়। প্রমময়ী প্যারির মজ্জ্যাদা যেন রয়। এজেক বচন তবে বৃন্দে দৃতি বলি। অবগাহি নদীজলে গৃহে গেলা চলি ৷৷ ছিদ্র্শম স্থবল আদি সখাগণ সঙ্গে। গোধন চারণে হরি যাইলেন রঙ্গে।।

অন্তাচলে রবি যান আরজ নয়নে। হেনকালে দুতী গেলা রাধার ভবনে ৷৷ অধরে নাধরে হাসি প্রফুল্ল বদন। বিরলে রাধারে লয়ে কহেন বচন। বন্দে। ব্রকভার রাজস্তুতা আজি লো ভোমার। ভাগ্যের উদয় কথা কি বলিব আর ॥





# মানডঞ্জন 1

সানেতে যাইয়া আজি যমুনরি কুলো। দেখিলাম বাঁকো ঠানে কদন্থের মূলে। হাঁসিতেই হরি কহিলা আমায়। কুঞ্জেন্ডে যাইব তাঁর কহিয়ো রাধায়। রাধা। মিছামিছি ব্যঙ্গ সখি কর কি কারণ। জানি সে কালার মন সরল যেমন ॥ আপনি নিকুঞ্জুবনে হবেন উদয়। এ বচন দক্তী মম না হয় প্রতায় ॥

বৃদ্দে। সত্য বলিতেছি সখি প্রবঞ্চনা নয়। কুঞ্জে আসিবেন আজি শ্যাম রসময়। দিনা অৱসনি দেখ রবি অন্ত ফান। বিলম্বে কি কাম কর সন্থরে প্রহান।। অঙ্কুশ না পায় যেন জটিলা বাঘিনী। সাবধান কটুমনা আছে মনদিনী।।

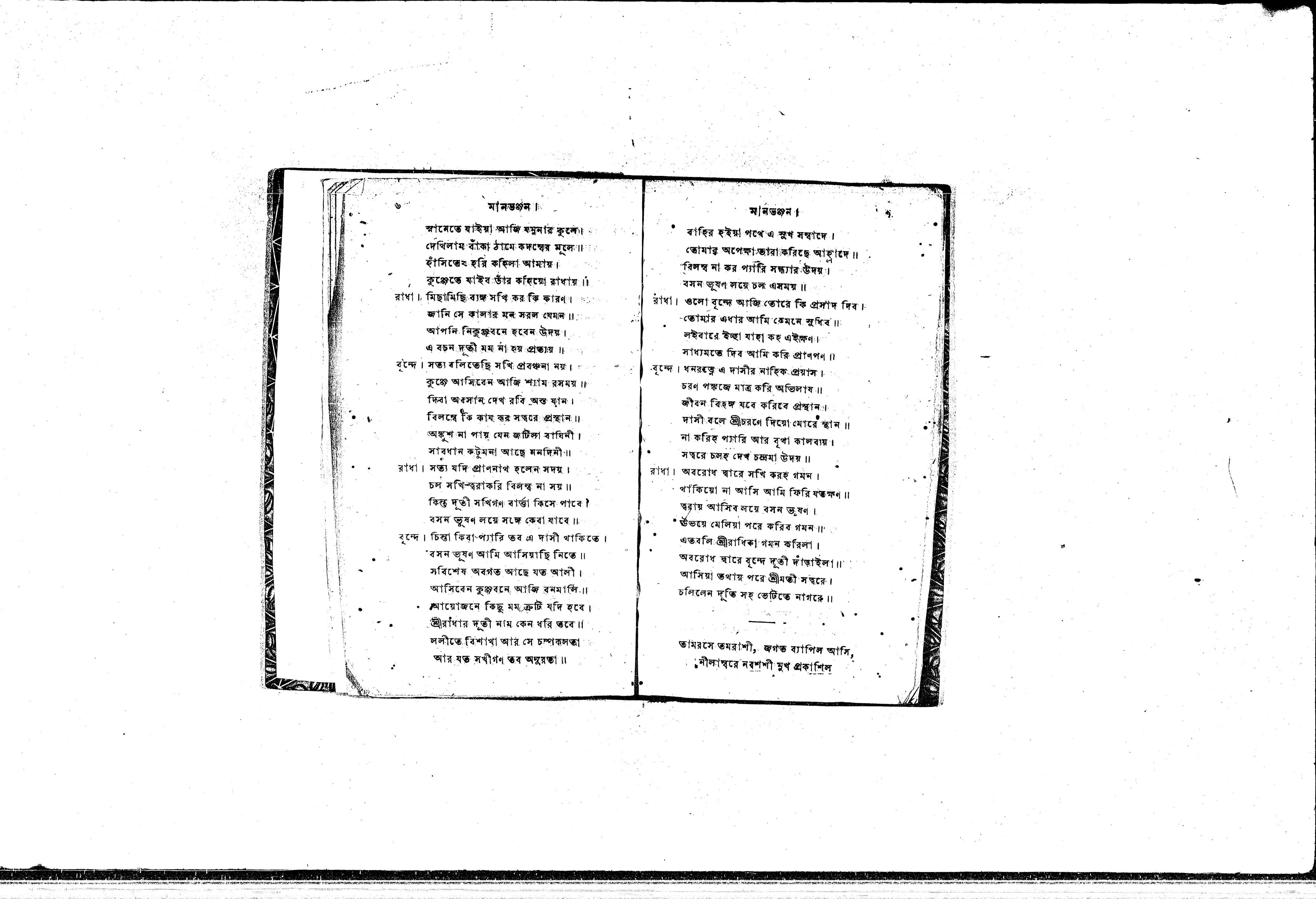
রাধা। সত্য যদি প্রাণনাথ হলেন সদয়। চল সখি-স্বরাকরি বিলন্ধ না সয়।। কিন্তু দূভী সখিগণ বাৰ্ত্তা কিসে পাবে ? বসন ভুষণ লয়ে সঙ্গে কেবা যাবে ৷৷ বুন্দে। চিন্তা কিবা প্যারি তব এ দাসী থাকিতে।

'বসন ভূষণ আমি আসিয়াছি নিতে।। সবিশেষ অবগত আছে যত আলী। আসিবেন কুঞ্জবনে আফি বনমালি।। · শোয়োজনে কিছু মম ক্রুটি যদি হবে। জীরধার দূতী নাম কেন ধরি তবে।। ললীতে বিশাখা আর সে চম্পকলতা আর যন্ত সখীগণ তব অন্যুর্তা।।

বাহির হইয়া পথে এ স্কর্ষ নন্ধাদে। তোমার অপেক্ষা তারা করিছে আহালে।। বিলম্ব না কর প্যারি সন্ধ্যার উদয়। বসন ভূষণ লয়ে চল এমময়।। রাধা। ওলো বৃন্দে আজি তোরে কি প্রসাদ দিব। -তেশমার অধার আমি কেমনে স্থাব।। লইবারে ইচ্ছা যাহা কহ এইকেন। সাধ্যমতে দিব আমি করি প্রাৰপণ। বৃন্দে। ধনরতের ও দাসীর নাহিক প্রয়াস। চরণ পক্ষজে মাত্র করি অভিলাষ। জীবন বিহুঙ্গ যবে করিবে প্রস্তান। দাসী বলে জীচরণে দিয়ে মোরে স্থান ॥ না করিহ প্যারি আর বৃথা কালব্যয়। সত্বরে চলহ দেখ চন্দ্রমা উদয়।। রাধা। অবরোধ দ্বারে সখি করহ গমন। থাকিয়ো না আসি আমি ফিরি যত কণা। জরায় আসিব লয়ে বসন ভূষণ। • উভয়ে যেলিয়া পরে করিব গমন II এতবলি জীরাধিকা গমন করিলা। অবরোধ দ্বারে বৃন্দে দূতী দাঁড়াইলা॥ আ'নিয়া তথায় পরে ত্রীমতী সত্তরে। চলিলেন দূতি সহ ভেটিতে নাগরে।।

> ভামরসে তমরাশী, জগন্ত ব্যাপিল আলি, নীলান্বরে নবশালী মুখ প্রকাশিল

#### म नज्झन



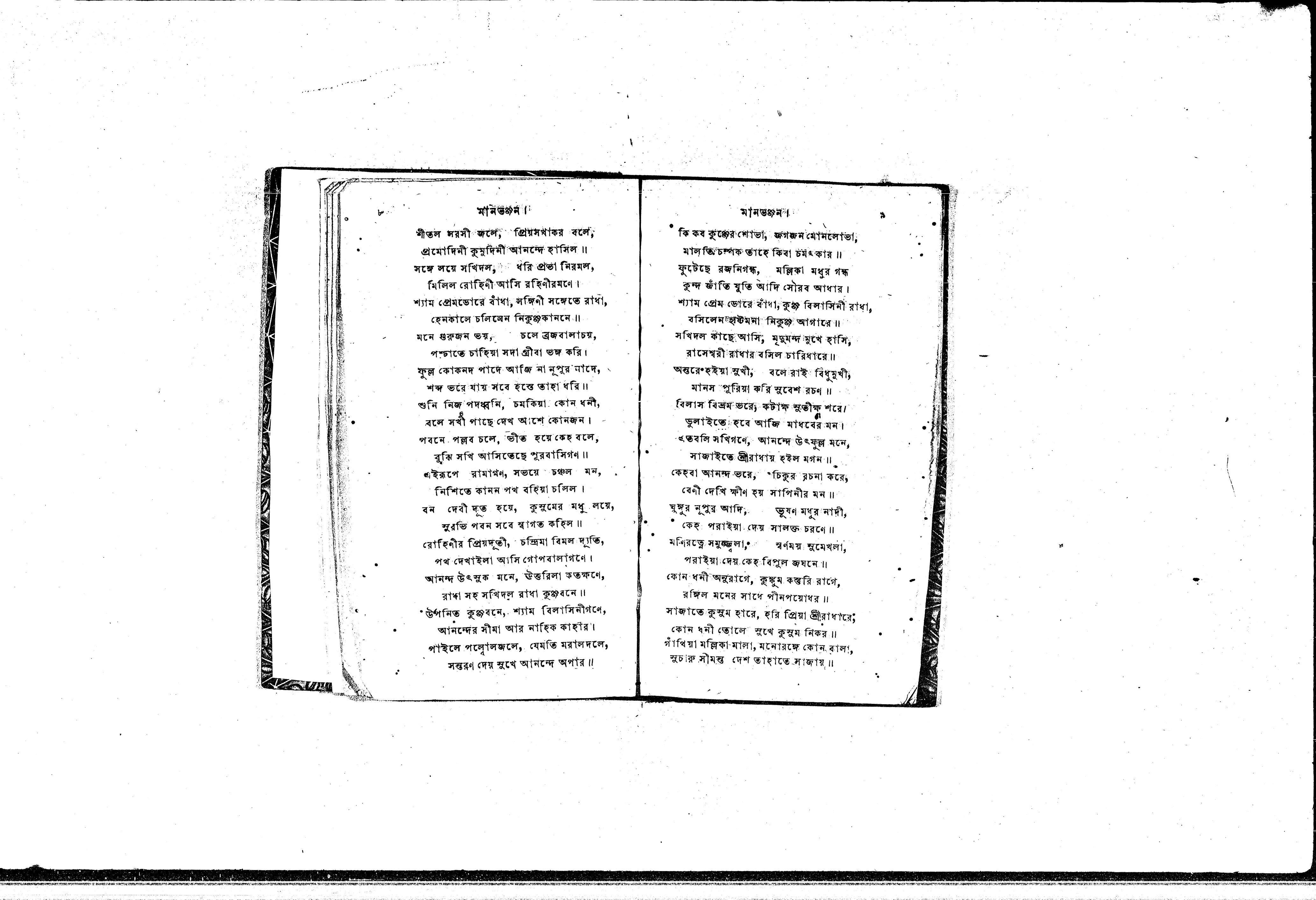


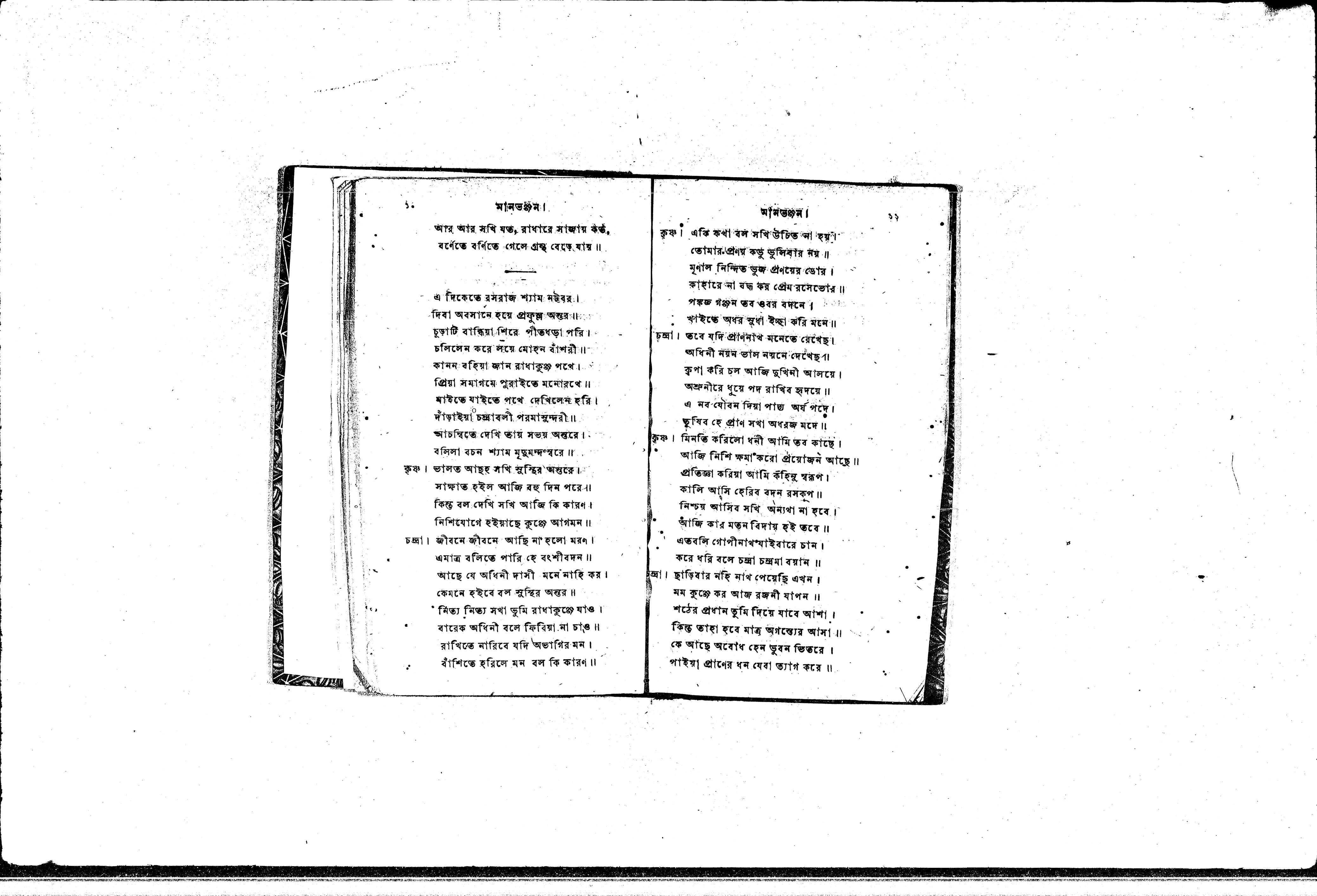
### মানভঞ্চন

শীতল দরসী জলে, প্রিয়সখাকর বলে, প্রমোদিনী কুমুদিনী আনন্দে হাসিল।। সঙ্গে লয়ে সখিদল, ধরি প্রতা নিরমল, মিলিল রোহিণী আদি রহিণীরমণে। শ্যাম প্রেমডোরে বীধা, সঙ্গিণী সঙ্গেতে রাধা, হেনকালে চলিলেন নিকুঞ্জকাননে ৷৷ মনে গুরুজন ভয়, চলে ব্রজবালাচয়, পশ্চাতে চাহিয়া সদা গ্রীবা ভঙ্গ করি। ফুল্ল কোকনদ পাদে আজি না নূপুর নাদে, শব্দ ভরে যায় সবে হন্তে তাহা ধরি॥

গুনি নিজ পদধ্বনি, চমকিয়া কোন ধনী, বলে সখাঁ পাছে দেখ আশে কোনজন। গবনে গল্পব চলে, ভীত হয়ে কেহ বলে, রুনি সখি আসিতেছে পুরবাসিগণ।। শ্রেরপে রামারণ, সভয়ে চঞ্চল মন, নিশিতে কানন পথ বহিয়া চলিল। বন দেবী দুত্ত হয়ে, কুসুমের মধু লয়ে, সুরতি পবন সবে স্বাগত কহিল।। রোহিণীর প্রিয়দূতী, চন্দ্রিমা বিমল দ্যুতি, পথ দেখাইলা আসি গোপবালাগণে। আনন্দ উৎসুক মনে, উত্তরিলা কতক্ষণে, রাধা সহ সখিদল রাধা কুঞ্জবনে।। • উপনিত কুঞ্জবনে, শ্যাম বিলাসিনীগণে, আনন্দের সীমা আর নাহিক কাহার। পাইলে গল্বেলজলে, যেমতি মরালদলে, সন্তরণ দেয় স্থথে আনন্দে অপার।।

ঁ কি কর কুঞ্জের লোভা, জগজন মোনলোভা, মালতি চন্দাক ভাহে কিবা চমৎকার।। ফুটেছে রজনিগন্ধ, মলিকা মধুর গন্ধ কুন্দ জাঁতি যুতি আদি সৌরব আধার। শ্যাম প্রেম ডোরে বাঁধা, কুঞ্চ বিলাসিনী রাধা, বসিলেন হাইটমনা নিকুঞ্জ আগারে।। সখিদল কাছে আসি, মৃত্মন্দ মুখে হাসি, রাসেশরী রাধার বসিল চারিধারে।। অন্তরে•হইয়া সুখী, বলে রাই বিধুমুখী, মানস প্রুরিয়া করি স্কুবেশ রচন ।। বিলাস বিভ্রম ভরে, কটাক্ষ সুভীক্ষ শরে। ভুলাইতে হবে আজি মাধবের মন। ৎতবলি সখিগণে, আনন্দে উৎফুল্ল মনে, সাজাইতে জীরাধায় হইল মগন।। কেহবা আনন্দ ভরে, `চিকুর রচনা করে, বেণী দেখি ক্ষীণ হয় সাগিনীর মন ॥ খুসুর নূপুর আদি, ভূষণ মধুর নাদী, কেহ পরাইয়া দেয় সালক্ত চরণে।। মন্বিত্রে সমুচ্ছলা, স্বর্ণময় স্কুমেখলা, পরাইয়া দেয় কেহ বিপুল জঘনে।। কোন ধনী অনুরাগে, কুঙ্কুম কস্তুরি রাগে, রঙ্গিল মনের সাধে পীনপয়োধর।। সাজাতে কুন্দুম হারে, হরি প্রিয়া জীরাধারে; কোন ধনী তোলে স্থখে কুসুম নিকর।। গাঁথিয়া মলিকা মালা, মনোরফে কোন বালা, স্তার সীমন্ত দেশ তাহাতে সাজায়॥





আর আর সখি যত, রাধারে সাজায় কর্ত, বর্ণেন্ডে বর্ণিন্ডে গেলে গ্রন্থ বেরেড় যার।।

মানভঞ্চন।

ও দিকেতে রসরাজ শ্যাম নটবর। দিবা অবসানে হয়ে প্রযুক্ত অন্তর ৷ চূড়াটি বান্ধিয়া শিরে পীত্তধড়া পরি। চলিলেন করে লয়ে মোহন বাঁশরী। কানন বহিয়া জান রাধাকুঞ্জ পথে। প্রিয়া সমাগমে পুরাইতে মনোরবে।। মাইতে যাইতে পথে দেখিলেন হরি। দাঁড়াইয়া চন্দ্রাবলী পরমাস্থন্দরী।। মাচন্বিতে দেখি তায় সভয় অন্তরে। বলিলা বচন শ্যাম মৃত্যুমন্দণ্সরে ৷৷ কৃষ। ভালত আছহ সখি সুস্থির অন্তরে। সাক্ষাত হইল আজি রহু দিন পরে।। কিন্দ্র বল দেখি সখি আজি কি কারণ।

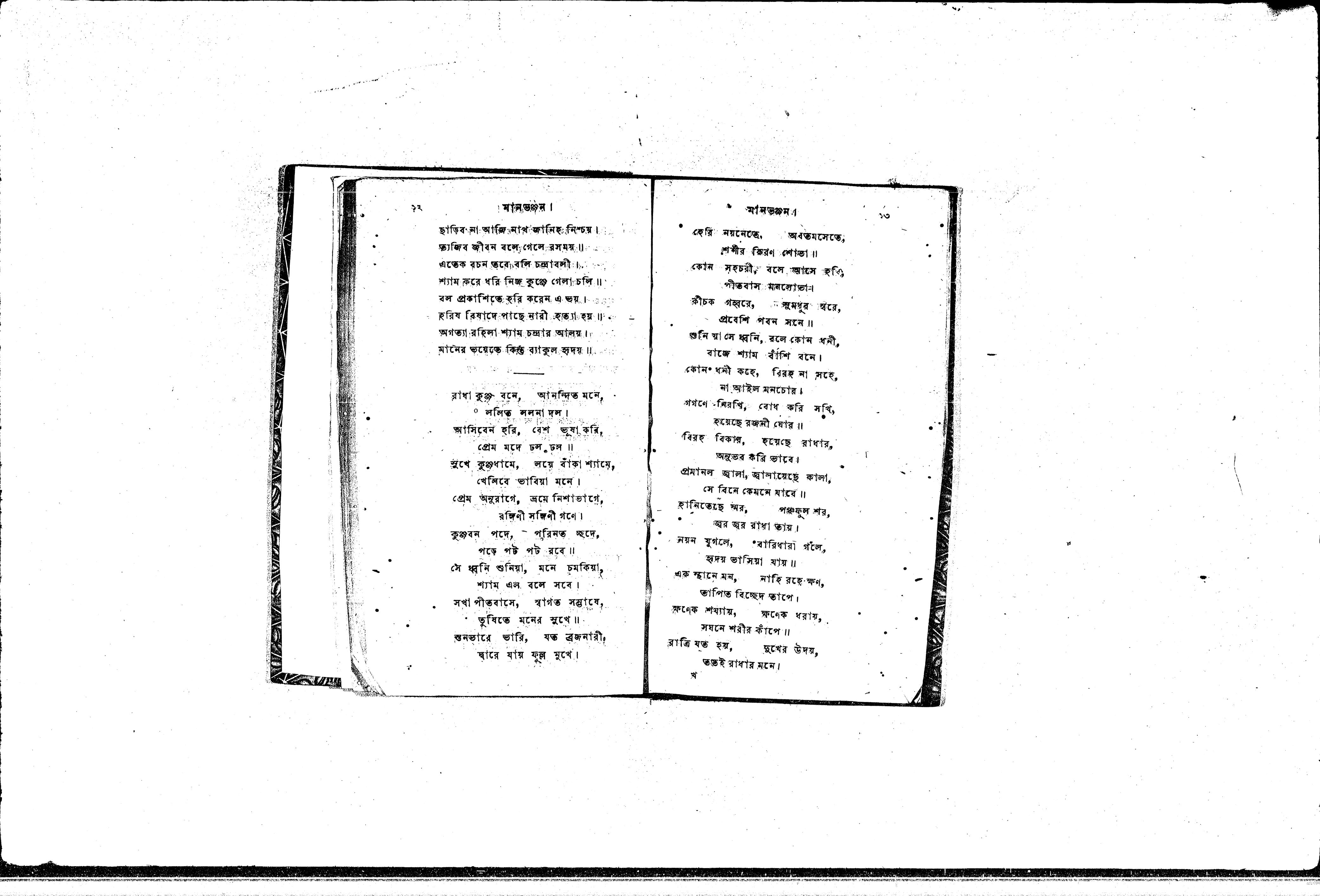
চন্দ্রা। জীবনে জীবনে আছি না হলো মরণ। এমাত্র বলিতে পারি হে বংশীবদন।। আছে যে অধিনী দাসী মনে নাহি কর। কেমনে হাইবে বল স্থুস্থির অন্তর ॥

নিশিযোগে হইয়াছে কুঞ্জে আগমন।।

 নিতা নিতা সখা ভুমি রাধাকুঞ্জে যাও। বারেক অধিনী বলে ফিরিয়া না চাও ।। রাখিতে নারিবে যদি অভাগির মন। বাঁশিতে হরিলে মন বল কি কারণ।।

কৃষ। একি কথা বল সখি উচিত না হয়। তোমার প্রথম কভু ভুলিবার নয়। মৃণাল নিন্দিত ভুজ প্রণয়ের ডোর। কাহারে না বদ্ধ কর প্রেম রসেভোর।। পঙ্গজ্ঞ গঞ্জন ভব ওবর বদনে। খাইতে অধর স্রধা ইচ্ছা করি মনে।। চন্দ্রা। তবে যদি প্রাণনাথ মনেতে রেখেছ। অধিনী নয়ন ভাল নয়নে দেখেছ 1 কুণ করি চল আজি তুখিনী আলয়ে। অশ্রুনীরে ধুয়ে পদ রাখিব হৃদয়ে ৷৷ এ নব যৌবন দিয়া পাত্ত অর্য পদে। তু যিব হে প্রাণ সখা অধরজ মদে॥ কৃষ্ণ। মিনতি করিলো ধনী আমি তব কাছে। আজি নিশি ক্ষমা করে। প্রয়োজন আছে।। প্রতিজ্ঞা করিয়া আখি কহিনু স্বরপ। কালি আসি হেরিব বদন রসকপ।। নিশ্চয় আদিব সখি অন্যথা না হবে। আঁজি কার মতন বিদায় হই তবে।। এতত্বলি গোপীনাথ যাইবারে চান। করে ধরি বলে চন্দ্রা চন্দ্রমা বয়ান। ব্দা। ছাড়িবার নহি নাথ পেয়েছি এখন। মম কুঞ্জে কর আজ রজনী যাপন।। শঠের প্রধান তুমি দিয়ে যাবে আশা। কিন্তু তাহা হবে মাত্র অগব্যের আসা ॥ কে আছে অবেধি হেন ভুবন ভিত্তরে। পাইয়া প্রাণের ধন যেবা ত্যাগ করে।।





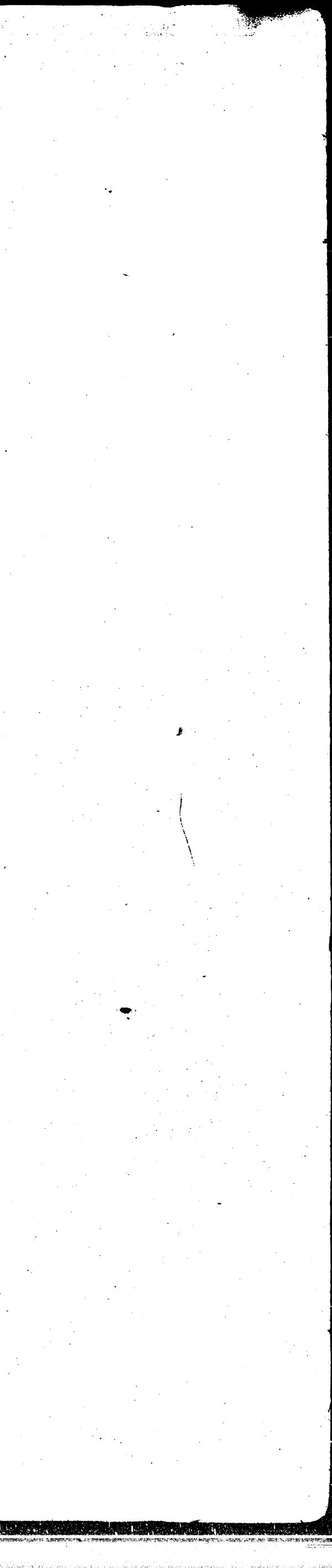
### মান ভঞ্চন।

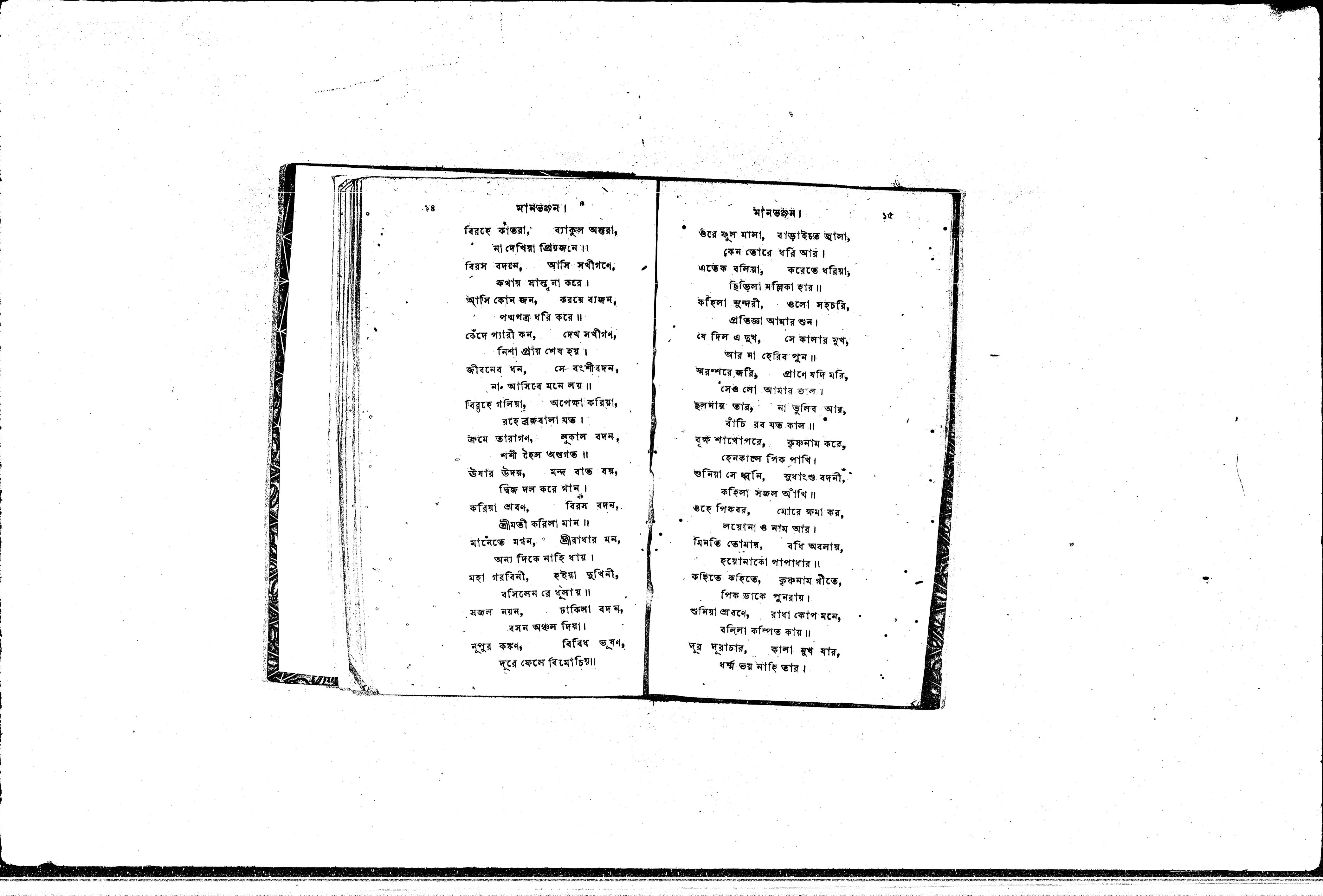
হাড়িব না আজি নাথ জানিহ নিশ্চয়। ত্যজিব জীবন বলে গেলে রসময়॥ এতেক বচন ভবে বলি চন্দ্রাবলী । শ্যাম করে ধরি নিজ কুঞ্জে গেলা চলি ॥ বল প্রকাশিতে হরি করেন এ ভয়। ১৯৯০ হরিষ বিষাদে পাছে নারী হত্য। হয়।। -অগত্যা রহিলা শ্যাম চন্দ্রার আলয়। মানের ভয়েতে কিন্তু ব্যাকুল হৃদয়।

রাধা কুঞ্জ বনে, আনন্দিত মনে, -<sup>0</sup> ললিত ললনা দল। আসিবেন হরি, বেশ ভূষা করি, প্রেম মদে চল, চল ॥ হুখে কুঞ্জধামে, লয়ে বাঁকা শ্যামে, খেলিবে ভাবিয়া মনে। প্রেম অনুরাগে, ভ্রমে নিশাভাগে, त्रजिनी मजिनी गरन। কুঞ্জবন পদে, প্রিনত চ্ছদে, পড়ে পট পট রবে।। সে ধর্নি গুনিয়া, মনে চুমকিয়া, শ্যাম এল বলে সবে। সখা পীত্তবাদে, স্বাগত সম্ভাবে, তুষিতে মনের সুখে।। ন্তনভাৱে ভারি, যক্ত ব্রজনারী, দ্বারে যায় ফুল মুখে।

মানভঞ্চন হেরি নয়নেতে, অবতমদেতে, শেশীর ক্লিরণ পোজা।। কোন সহচরী, বলে আফস হবি, পীত্তবাস মানলোলালান কীচক গহ্বরে, জন্মগুর স্বরে, প্রবেশি পবন সনে॥ গুনি য়া সে ধ্বনি, রলে কোন ধনী, বাজে শ্যাম বাঁশি বনে। কোন•ধনী কহে, বিরহ্ না সহে, না আইল মনচোর। গগণে নির্শি, বোধ করি সখি, হয়েছে রজনী যোর।। বিরহ বিকার, হয়েছে রাধার, জনুভর করি ভাবে। প্রমানল জালা, জালায়েছে কালা, সে বিনে কেমনে যাবে।। হানিতেছে অর, পঞ্চফুল শর, জ্বর জ্বর রাধা তায়। নয়ন যুগলে, •বারিধারা গলৈ, হৃদয় ভাঁসিয়া যায়।। এক স্থানে মন, নাহি রহে কণ, তাপিত বিচ্ছেদ তাপে। ক্লন্ক শয্যায়, ক্লন্ডেক ধরায়,

সঘনে শরীর কাঁপে।। রাত্রি যন্ত হয়, তুখের উদয়, তভই রাধার মনে।



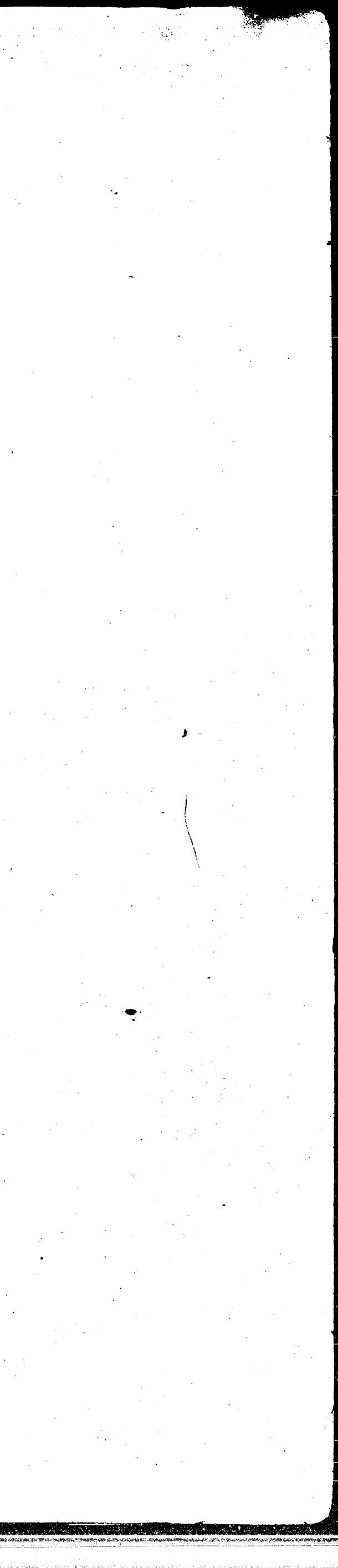


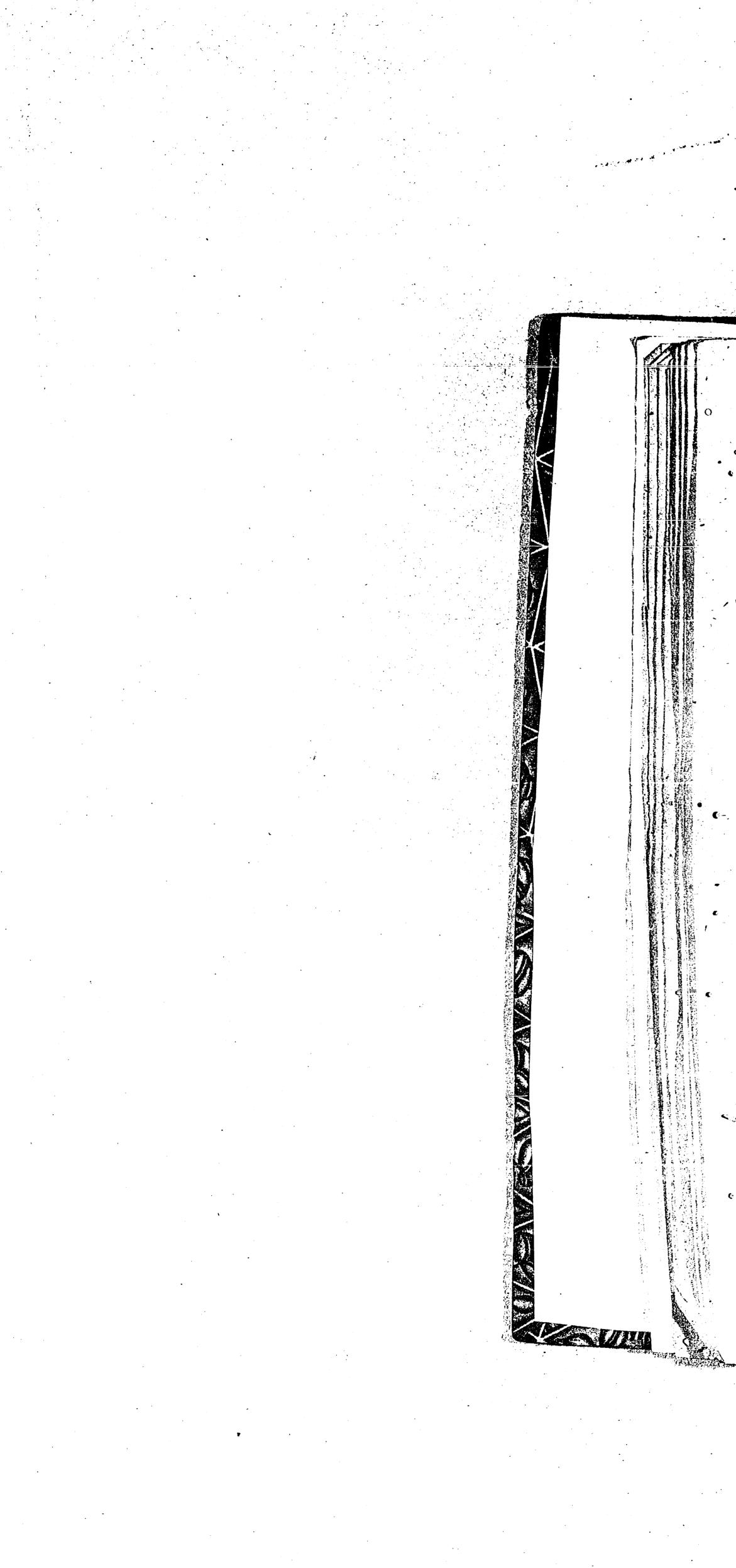
মানভঞ্জন। ওঁরে ফুল মালা, বাড়াইনত জালা, কেন তোরে ধরি আর। এতেক বলিয়া, করেতে ধরিয়া, ছিড়িলা মল্লিকা হার।। কহিলা স্থন্দরী, ওলো সহচরি, প্রতিজ্ঞা আমার শুন। যে দিল এ তুখ, সে কালার মুখ, আর না হেরিব পুন।। সার পরে জরি, প্রাবে যদি মরি, সৈও লো আমার ভাল। ছলনায় তার, না ভুলিব আর, বাঁচি রব যত কাল।। বৃক্ষ শাখোপরে, কৃষ্ণনাম করে, হেনকালে পিক পাখি। শুনিয়া সে ধ্বনি, সুধাংশু বদনী, কহিল। সজল আঁখি।। গুহে পিকবর, মোরে ক্ষমা কর, লয়েগনা ও নাম আর। মিনতি তোমান্ন, বধি অবলায়, হয়োনাকো পাপাধার।। কহিতে কহিতে, কৃষ্ণনাম গীতে, পিক ডাকে পুনরায়। শুনিয়া আবনে, রাধা কোপ মনে, • বলিলা কম্পিত কায়।। দ্র দ্রাচার, কালা মুখ যার, ধর্মা ভয় নাহি তার।

বিরহে কাঁতরা, ব্যাকুল অন্তরা, না দেখিয়া প্রিয়জনে।। বিরস বদলে, আসি সখীগণে, কথায় সান্তুনা করে। আ্রাসি কোন জন, করয়ে ব্যজন, পদ্মপত্র ধরি করে॥ কেঁদে প্যারী কন, দেখ সখীগণ, নিশা প্রায় লোষ হয়। জীবনেব ধন, সে বংশীবদন, না, আ'সিবে মনে লয়।। বিরুহে গলিয়া, অপেক্ষা করিয়া, রহে ব্রজবালা যত। ক্রম তারাগণ, লুকাল বদন,

মানভঞ্চন।

শনী হৈল অন্তগত ।। ঊষার উদয়, মন্দ বাত বয়, দ্বিজ দল করে গান। করিয়া আবন, বিরস বদন, জীমতী করিলা মান।। মানেতে মগন, 🔗 জীরাধার মন, অন্য দিকে নাহি ধায়। মহা গরবিনী, হইয়া তুখিনী, বসিলেন রে ধূলায়॥ সজল নয়ন, ঢাকিলা বদন, বসন অঞ্চল দিয়া। বিবিধ ভূষণ, নূপুর কঙ্কণ, দুরে ফেলে বিমে চিয়া৷



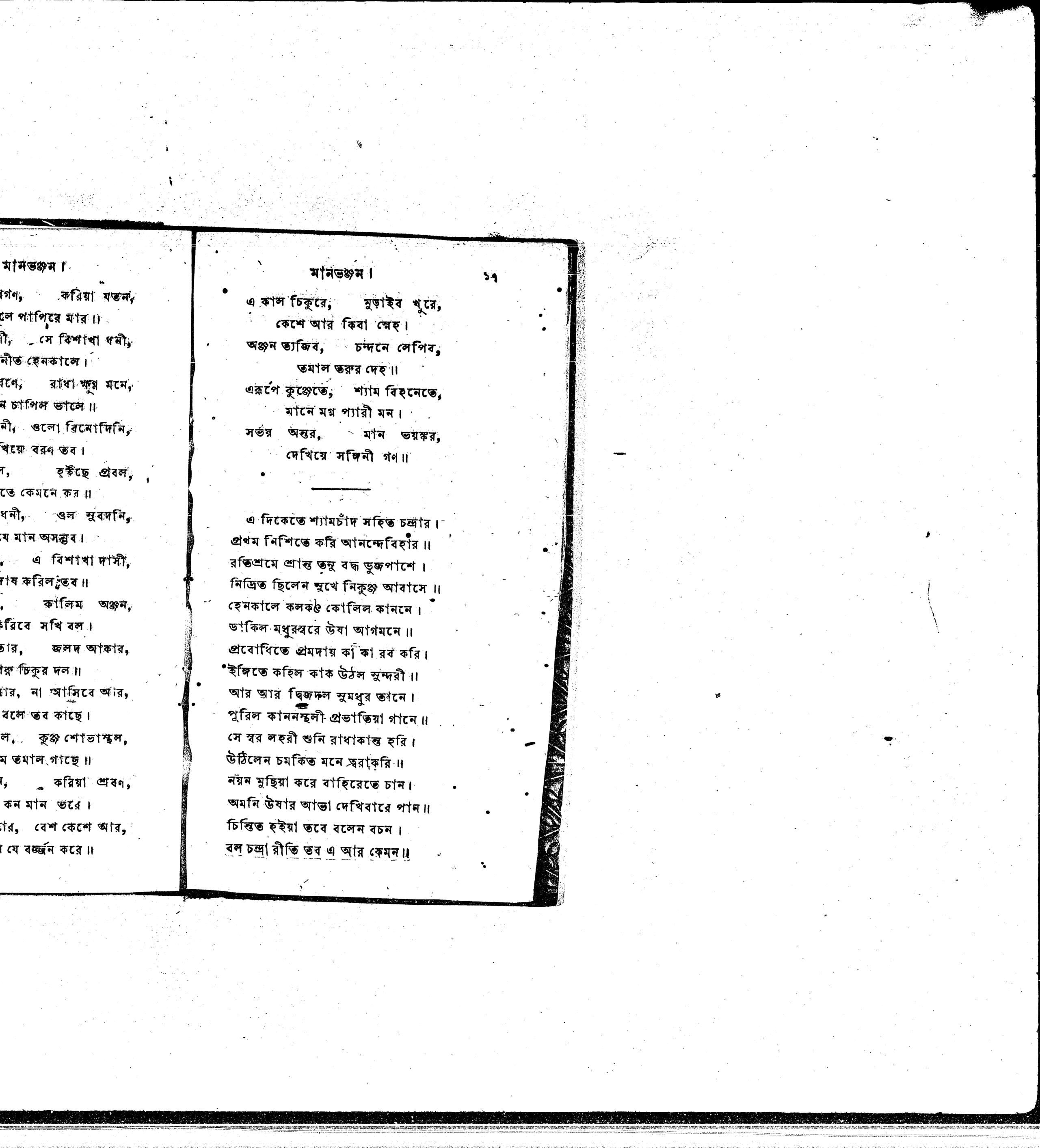


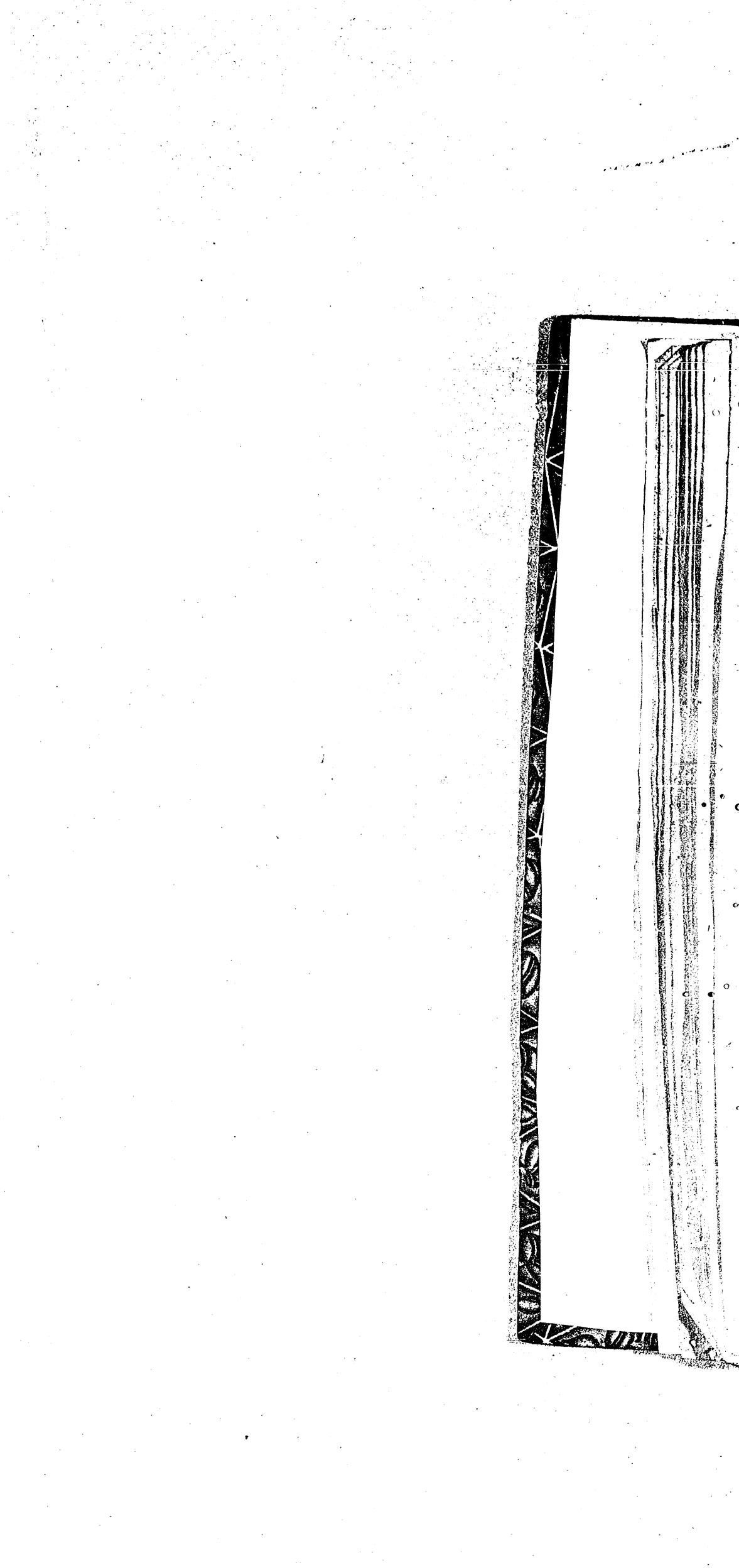
মানভঞ্চনা ওলো সমিগণ, করিয়া যন্তন, বর্তুলে পাপিরে মারণা শ্যমিল বর্ণী, ুসে বিশাখা ধনী উপনীত হেনকালে। দেখি সে বরণে, রাধা সমুন মনে, বসৰ চাপিল ভালে ৷৷ কহিল তুখিনী, ওলে৷ বিনোদিনি, দেখিয়ে বরণ তব। বিরহ অমল, হুইছে প্রবল, যাইতে কেমনে করা। বলে বন্দে ধনী, ওল সুবদনি, এ যে মান অসম্ভব। চরণ প্রয়াসি, এ বিশাখা দাসী, কি দেখি করিল হৈব।। নয়ন রঃঙ্গন, কালিম অঞ্চন, কি করিবে সখি বল। কি করিবে তার, জলদ আকার, স্রচারু চিকুর দল।। সঙ্গিনী তোমার, না আসিবে আর, কাল বলে তত্তব কাছে। কি করিবে বল, কুঞ্জ শোভাস্থল, কালিম ভগাল গাছে।। এতেক বচন, করিয়া অবণ, রাধা কন মান ভরে।

কি কাযাজ্ঞাহার, বেশ কেশে আর, প্রেমে যে বচ্জন করে॥

এ কাল চিকুরে, সুড়াইব খুরে, কেশে আর কিবা স্নেহ। অঞ্জন ভাজিব, চন্দনে লেপিব, তমাল তরুর দেহ।। এরপে কুঞ্জেডে, শ্যাম বিহনেতে, মানে মগ্ন প্যারী মন। সভন্ন অন্তর, মান ভয়ঙ্কর, দেখিয়ে সন্ধিনী গণা

এ দিকেতে শ্যামচাঁদ সহিত চন্দ্রার। প্রথম নিশিতে করি আনন্দেবিহার।। রতিশ্রমে শ্রান্ত তনু বদ্ধ ভুজপাশে। নিদ্রিত ছিলেন স্থুখে নিকুঞ্জ আবাদে।। হেনকালে কলকণ্ড কোলিল কাননে। ড কিল মধুরস্তরে উষা আগমনে।। প্রবোধিতে প্রমদায় কা কা রব করি। •ইঙ্গিতে কহিল কাক উঠল স্থন্দরী।। আর আর দ্বিজদল স্থমধুর তগনে। পুরিল কাননন্দুলী প্রভাতিয়া গানে॥ সে স্বর লহরী গুনি রাধাকান্ত হরি। উঠিলেন চমকিত মনে জ্বর করি।। নয়ন মুছিয়া করে বাহিরেতে চান। অমনি উষার আভা দেখিবারে পান। চিন্তিত হইয়া তবে বলেন বচন। বল চন্দ্রা রীতি তত্ব এ আর কেমন।।





### মানভঞ্চন।

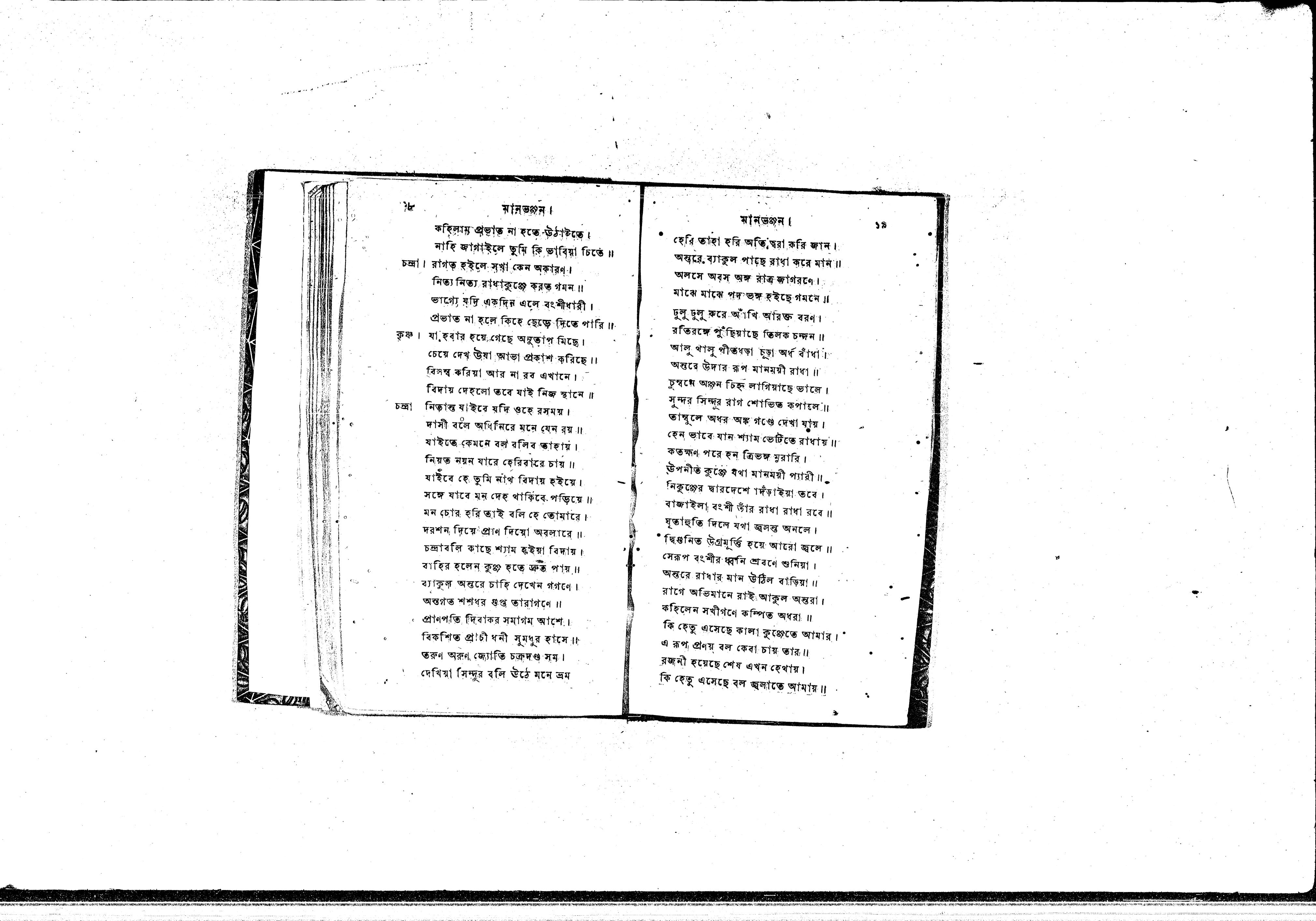
কহিলাম প্রহাত না হতে উঠাইতে।

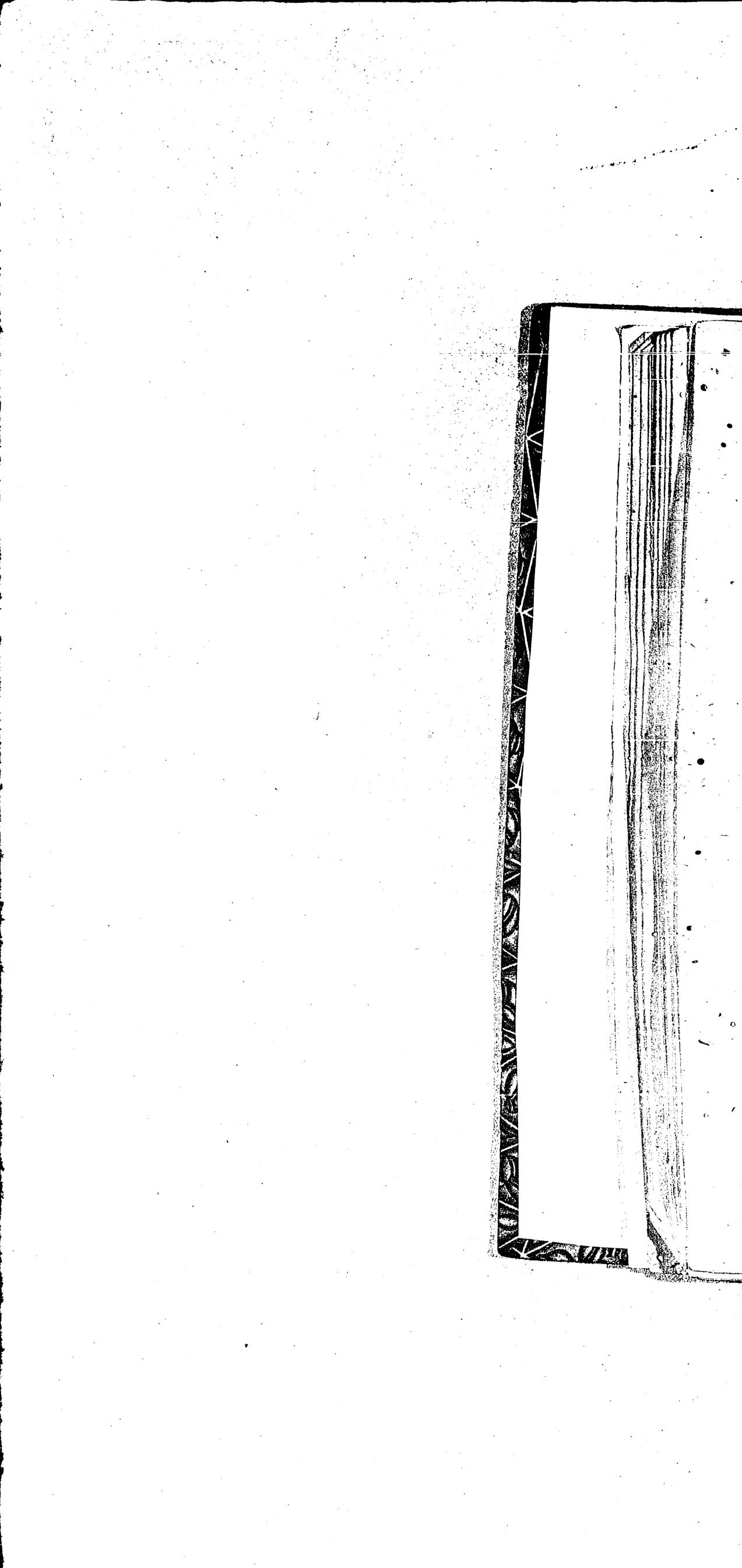
3

নাহি জাগাইলে তুমি কি ভাবিয়া চিতে।। চন্দ্রা রাগত হইলে সুখা কেন অকারণ। নিত্য নিত্য রাধাকুঞ্জে করত গমন।। ভাগ্যে যদি একদিন এলে বংশীধারী। প্রভাত না হলে কিহে ছেড়ে দিতে পারি।। কৃষ্ণ। যা হরার হয়ে গেছে অনুভাগ মিছে। চেয়ে দেখ উষা আভা প্রকাশ করিছে।। বিলম্ব করিয়া আর নারব এখানে। বিদায় দেহলো তবে যাই নিজ স্থানে ॥ চন্দ্রা নিজান্ত যাইবে যদি ওহে রসময়। দাসী বলে অধিনিরে মনে যেন রয় ৷৷ যাইতে কেমনে বল বলিব তাহায়। নিয়ত নয়ন যারে হেরিবারে চায়।। যাইবে হে তুমি নাথ বিদায় হইয়ে। সঙ্গে যাবে মন দেহ থাকিবে পড়িয়ে।। মন চোর হরি তাই বলি হে তোমারে। দরশন দিয়ে প্রাণ দিয়ে। অবলারে॥ চন্দ্রাবলি কাছে শ্যাম হুইয়া বিদায়। বাহির হলেন কুঞ্চ হতে ফ্রেঁত পায়।। ব্যাকুল অন্তরে চাহি দেখেন গগণে। অন্তর্গত শশধর গুপ্ত তারাগণে ৷৷ প্রাণপতি দিবাকর সমাগম আলে। বিকশিত প্রাচী ধনী সুমধুর হাসে। তরুণ অরণ জ্যোতি চক্রদণ্ড সম। দেখিয়া সিন্দুর বলি উঠে মনে ভ্রম

হেরি তাহা হরি অতি, জরা করি জান। অন্তরে ব্যাকুল পাঁচ্ছে রাধা করে মান ॥ অলসে অবস অঙ্গ রাত্র জাগরণে। মাঝে মাঝে পদ ভঙ্গ হইছে গমনে ॥ ঢুলু ঢুলু করে আঁখি আরিজ বরণ। রতিরঙ্গে পুঁছিয়াছে তিলক চন্দন।। আলু থালু পীত্তধড়া চূড়া অর্ধ বাঁধা। অন্তরে উদার রূপ মানময়ী রাধা ॥ চুন্বমে অঞ্চন চিহ্ন লাগিয়াছে ভালে। সুন্দর সিন্দুর রাগ শোভিত কপারল।। তান্থুলে অধর অঙ্ক গণ্ডে দেখা যায়। হেন ভাবে যান শ্যাম ভেটিতে রাধায় ৷৷ কতক্ষণ পরে হন ত্রিভঙ্গ মুরারি। উপনীত কুঞ্জে বথা মানময়ী প্যারী॥ নিকুঞ্জের দ্বারদেশে । দঁড়াইয়া তবে। বাজাইলা বংশী ভাঁর রাধা রাধা রবে।। ঘৃতাহুতি দিলে যথা জ্বলন্ত অনলে। • দিগুনিত উগ্রমূর্ত্তি হয়ে আবে। জ্বলে।। সেরপ বংশীর ধ্বশন আবনে গুনিয়া। অন্তরে রাধার মান উঠিল বাড়িয়া ৷৷ রাগে অভিমানে রাই আকুল অন্তরা। কহিলেন সখীগণে কম্পিত অধরা ॥ কি হেতু এসেছে কালা কুঞ্জেতে আমার। এ রূপ প্রণয় বল কেবা চায় তার।। রজনী হয়েছে শেষ এখন হেথায়। কি হেতু এসেছে বল জ্বলাতে আমায়।।

#### মান্ডঞ্জন।





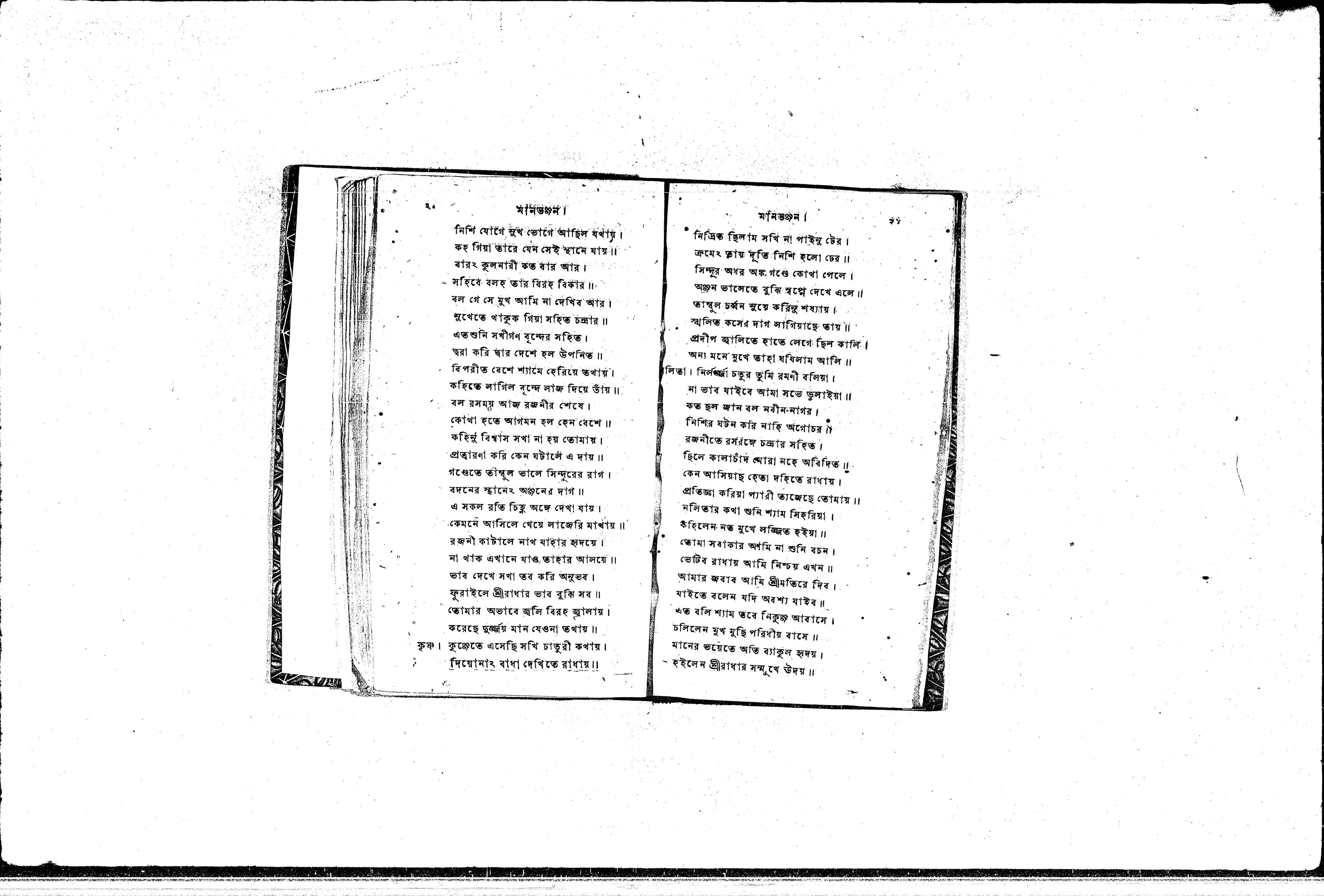
 $\mathcal{M}$ 

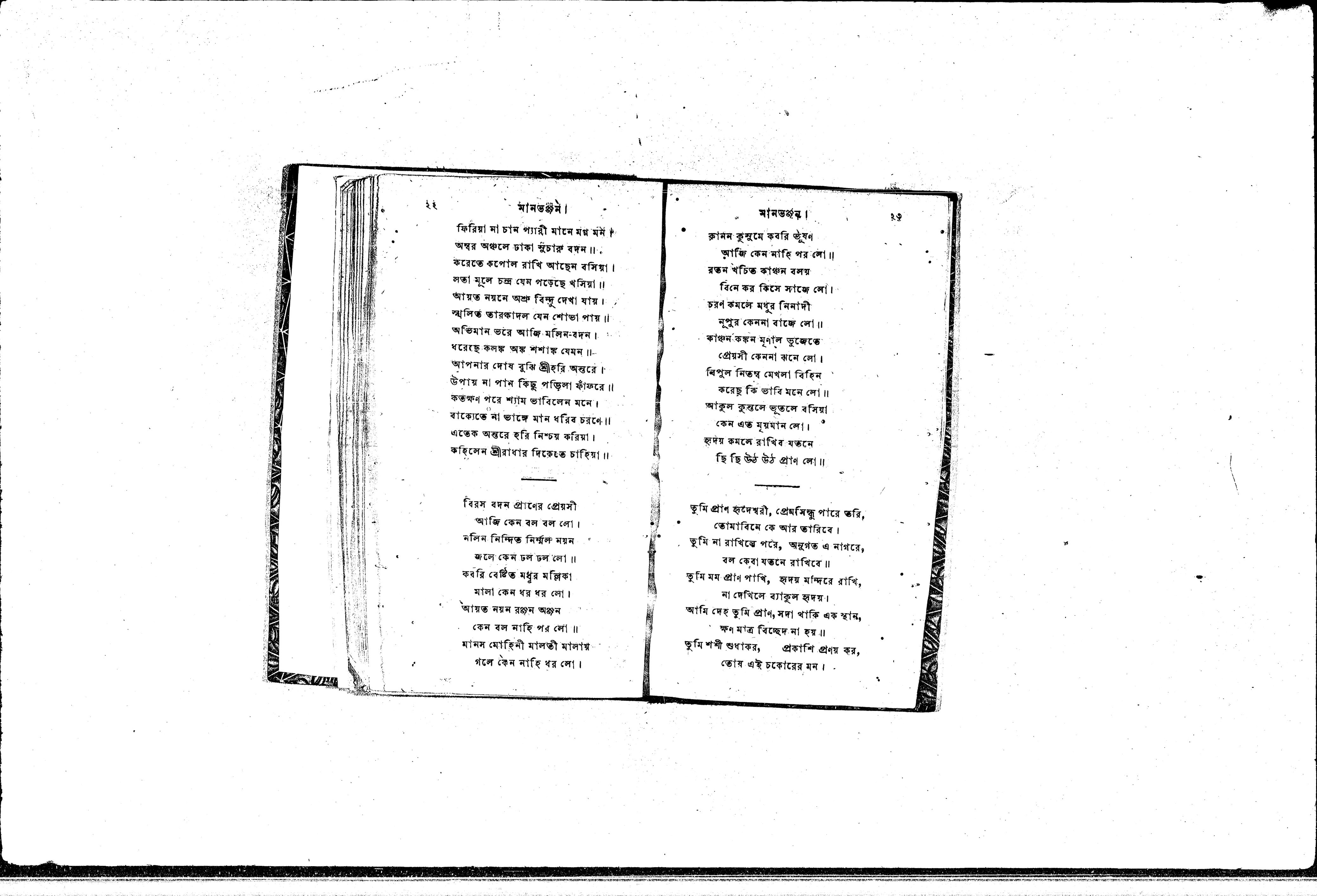
#### মানভঞ্চন।

নিশি যোগে স্থ ভোগে আছিল যথায়। কহ গিয়া তারে যেন সেই ভানে যায়। বার২ কুলনারী কন্ত বার আর। - সহিবে বলহ ভার বিরহ বিকার। বল গে সে মুখ আমি না দেখিব আর। ম্বখেতে থাকুক গিয়া সহিত চন্দ্রার।। এত শুনি সখীগণ বৃন্দের সহিত। ত্বরা করি দ্বার দেশে হল উপনিত।। বিপরীত বেশে শ্যামে হেরিয়ে তথায়। কহিতে লাগিল নৃন্দে লাজ দিয়ে ভাঁয়। বল রসময় আজ রজনীর শেষে। কোথা হতে আগমন হল হেন বেশে।। কহিন্থ বিশ্বাস সখা না হয় তোমায়। প্রত্রারণা করি কেন ঘটার্লে এ দায়।। গণ্ডেতে তীম্বল তালে সিন্দুরের রাগ। বদনের স্থানে২ অঞ্চনের দাগ।। এ সকল রতি চিহ্ন অঙ্গে দেখা যায়। কেমনে আসিলে খেয়ে লাজেরি মার্থায়।। রজনী কাটালে নাথ যাহার হাদয়ে। না থাক এখানে যাও তাহার আলয়ে।। ভাব দেখে সখা তত্ব করি অনুভব। ফুরাইলে জীরাধার ভাব বুঝি সব।। তোমার অভাবে জ্বলি বিরহ জ্বালায়। করেছে হুর্চ্জিয় মান যেওনা তথায়।। কৃষ্ণ। কুঞ্জেতে এসেছি সখি চাতুরী কথায়। দিয়োনা২ বাধা দেখিতে রাধায়।।

মানভঞ্জন। নিডিত ছিলাম সখি না পাইন্য টের। ক্রমে২ ছায় দূতি নিশি হলো ঢের।। সিন্দুর অধর অঙ্ক গণ্ডে কোথা পেলে। অঞ্জন ভালেতে বুঝি স্বপ্নে দেখে এলে ৷ তাম্বল চর্বন স্থয়ে করিন্থ শয্যায়। স্থালিত কসের দাগ লাগিয়াছে তায়। প্ৰদীপ জ্বালিতে হাতে লেগে ছিল কালি। অন্য মনে মুখে তাহা ঘযিলাম আলি।। লিতা। নির্লজো চতুর তুমি রমণী বলিয়া। না ভাব যাইবে আমা সভে ভুলাইয়া।। কত ছল জান বল নবীন-নাগর। নিশির ঘটন কার নাহি অগেচর ৷ রজনীতে রসরদ্বে চন্দ্রার সহিত। ছিলে কালাচাঁদ আরা নহে অবিদিত ৷ কেন আসিয়াছ হেতা দহিতে রাধায়। প্রতিড্ডা করিয়া প্যারী ত্যজেছে তোমায়।। নলিতার কথা শুনি শ্যাম সিহ্রিয়া। কহিলেন নত মুখে লজ্জিত হইয়া।। তোমা সৱাকার অপমি না গুনি বচন। ভেটিব রাধায় আমি নিশ্চয় এখন।। আমার জবাব আমি জীমতিরে দিব। যাইতে বলেন যদি অবশ্য যাইব॥ ধত বলি শ্যাম তবে নিকুঞ্জ আবাসে। চলিলেন মুখ মুছি পরিধীয় বাবে।। মানের ভয়েতে অতি ব্যাকুল হৃদয়। - হইলেন জীরাধার সন্মুখে উদয়।।

uneer sy te beer to the second se





# মানভঞ্জন

ফিরিয়া না চান প্যারী মালন মন্ন মন অন্বর অঞ্চলে ঢাকা স্নুচারু বদন।। করেতে কপোল রাখি আছেন বসিয়া। লতা মূলে চন্দ্র যেম পড়েছে খসিয়া।। আয়ত নয়নে অশ্রু বিন্দু দেখা যায়। ন্খলিত তারকাদল যেন শোভা পায়। অভিমান ভরে আজি মলিন-বদন। ধরেছে কলঙ্ক অঙ্ক শশাস্ক যেমন।।-আপনার দোষ বুঝি জীহরি অন্তরে। উপায় না পান কিছু পড়িলা ফাঁফরে।। কতক্ষণ পরে শ্যাম ভারিলেন মনে। ৰাক্যেতে না ভাবে মান ধরিব চরণে।। এতেক অন্তরে হরি নিশ্চয় করিয়া। কহিলেন জীরাধার দিকেতে চাহিয়া।।

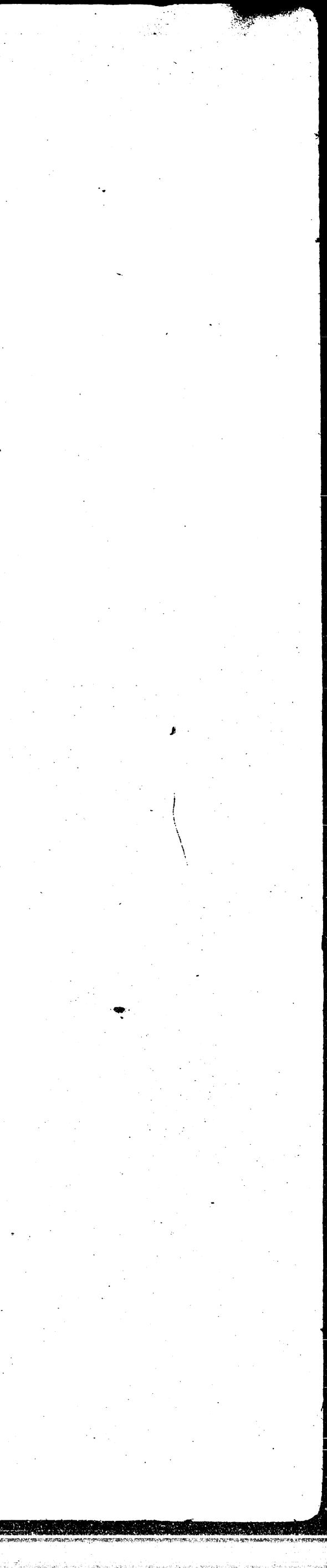
বিরস বদন প্রাণের প্রেয়সী আজি কেন বল বল লো। নলিন নিন্দিত নির্দ্মল নয়ন জলে কেন ঢল ঢল লো ॥ কররি বেষ্ঠিত মধুর মলিকা মালা কেন ধর ধর লো। আয়ত নয়ন রঞ্জন অঞ্চন কেন বল নাহি পর লো ॥ মানস মোহিনী মালতী মালায় গলে কৈন নাহি ধর লো।

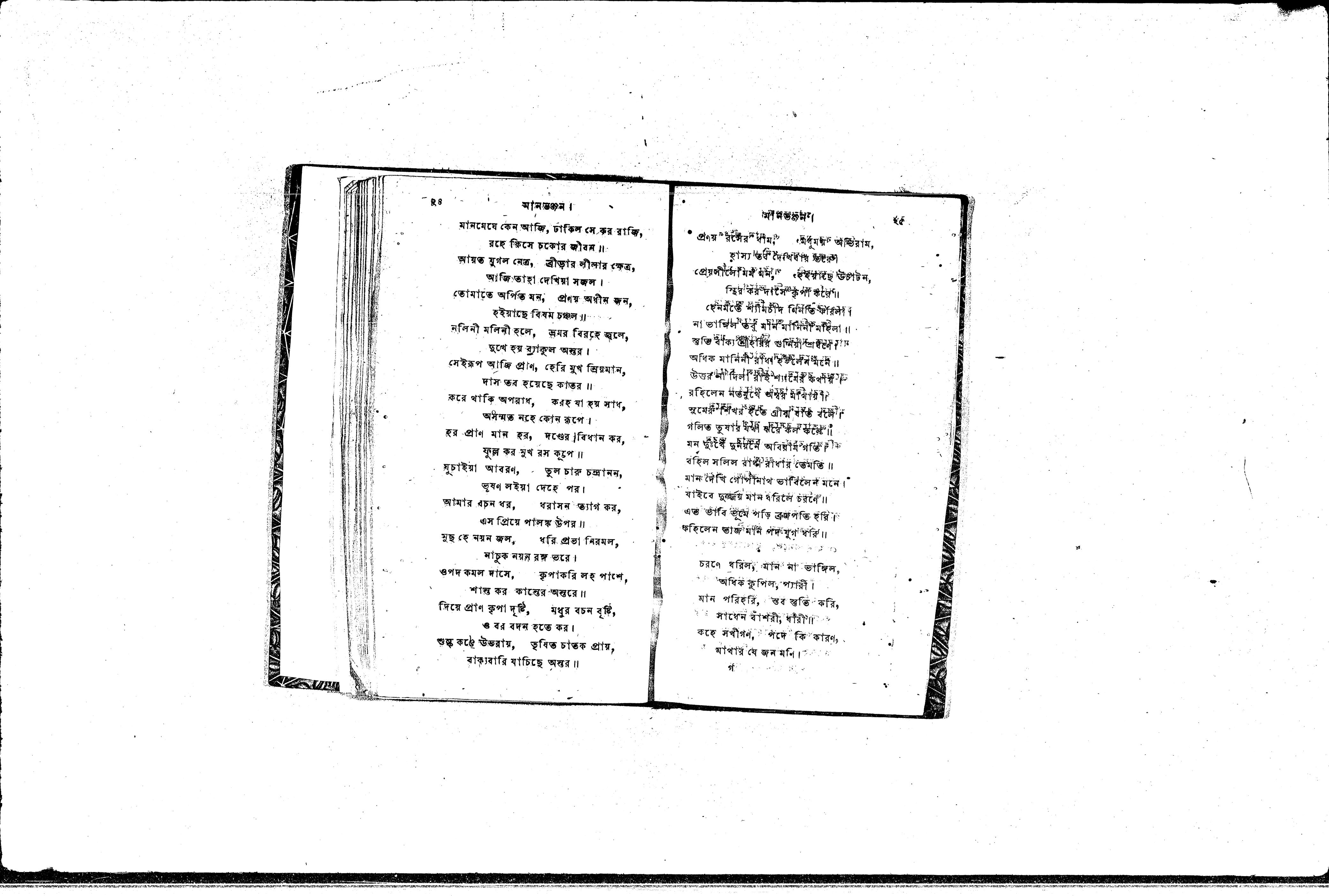
র্কানন কুস্থমে কবরি ভূষণ আজি কেন নাহি পর লো॥ রতন খচিত কাঞ্চন বলয় বিনে কর কিসে সাজে লো। চরণ কমলে মধুর নিনাদী নূপুর কেননা বাজে লো।। ৰাঞ্চন কল্পন মৃণাল ভুজেতে প্রেয়সী কেননা ঝনে লো। ৰিপুল নিতন্থ মেখলা বিহিন করেছু কি ভাবি মনে লো।। আঁকুল কুন্তলে ভূতলে বসিয়া কেন এত মূয়মান লে। হৃদয় কমলে রাখিব যতনে ছি ছি উঠ উঠ প্রাণ লো।।

ভূমি প্রাণ হাদেশ্বরী, প্রেমসিন্ধু পারে তরি, তোমাবিনে কে আর তারিবে। ভূমি না রাখিন্ধে পরে, অনুগত এ নাগরে, বল কেবা যন্তনে রাখিবে ॥ তুমি মম প্রাণ গাখি, হৃদয় মন্দিরে রাখি, না দেখিলে ব্যাকুল হৃদয়। আ'মি দেহ তুমি প্রাণ, সদা থাকি এক স্থান, কণমাত্র বিচ্ছেদ না হয়। ভূমিশনী শুধাকর, প্রকাশি প্রণয় কর, তোষ এই চকোরের মন।

## মানভঞ্জ ।

<u>३</u>्





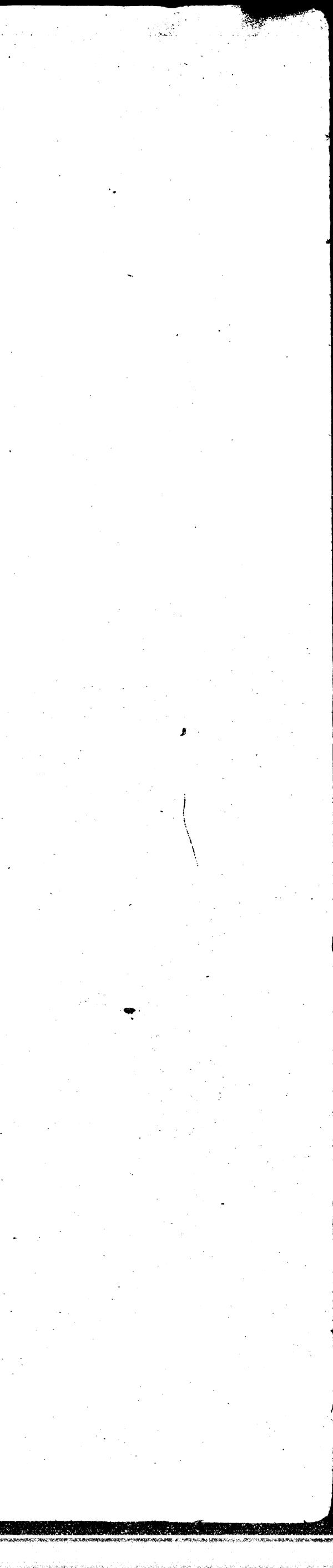
আৰি উক্তিন?। প্রাণয় বলের বীম, নমধুমায় আন্তিরাম, হাস্য ভিকি দৈনিখ ধান্ন ভিলেন্স প্রেলীলো মন মন, ংহহর হিছ উচাটন, স্থির কর দা দে। হেনমতে ন্যামচাদ নিনতি কারনা না ভাঙ্গিল উর্ মনি মানিনী মহিলা ৷৷ ন্তু আই বিশিক্ষ জেনিয়া লৈ ই লৈ মান অধিক মানিনী রধি। হউলেন মনে ।। छेछत्र'नी जिने दिने के भारते के भारत के का का कि রহিলেন নভরুথি অন্বর মান্যায়া সমের শিখর ইতে গ্রীয়া বাঁত বলোঁ। গলিত তুষার যথা মরি কল করি । মন তুঃহৈ তুনিয়নৈ অবিরাগী-গতি টীক বহিল সলিল বাঞ্চী রাধার তেমতি॥ মান দেখি গোপীনাথ ভাবিলৈন মনে। যাইবে তুজ্জিয় মান হারিলে চরণো। এন্ত তাবি ভূমে সড়ি বজলাভি হরি। ফহিলেন ভাজ মান পদ যুগ ধারা। চরতে ধরিল, আন না ভাঙ্গিল, অধিক কুপিল, প্যার্নী। যান গরিহরি, স্তরস্তুতি করি, সাবেন বাশরী, ধারী। কহে সখীগন, সদে কি কারন, ঁ আথার যে জন মনি। 

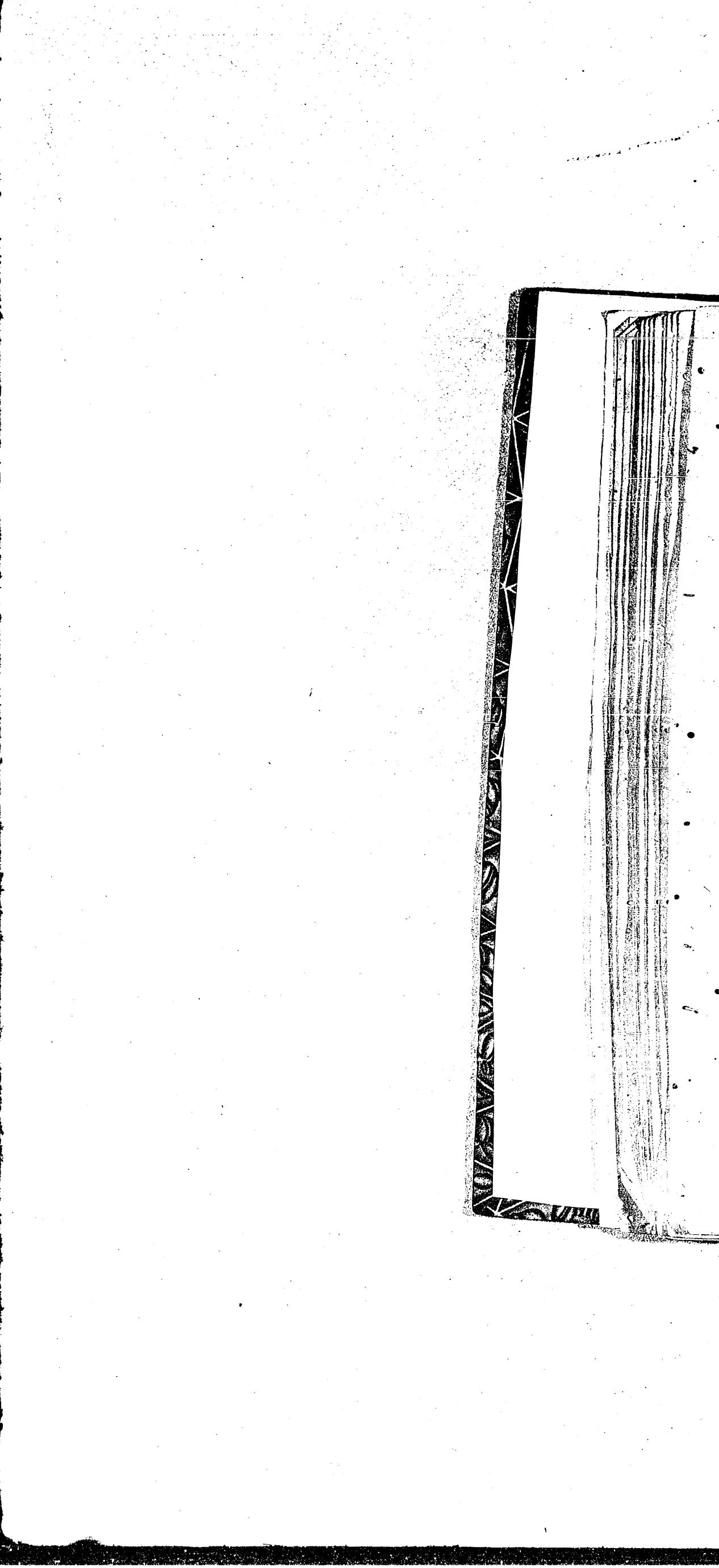
রহে ক্রিসে চকোর জীবন।। আশ্বত যুগল নেত্র, ত্রীড়ার লীলার ক্ষেত্র, আজি তাহা দেখিয়া সজল। তোমাতে অপিতি মন, প্রগয় অধীন জন, হইয়াছে বিষম চঞ্চল ॥ নলিনী মলিনী হলে, জমর বিরহে জ্বলে, ছথে হয় ব্যাকুল অন্তর। দেইরপ আজি প্রাণ, হেরি মুখ ভিয়মান, দাস তব হয়েছে কাতর।। করে থাকি অপরাধ, করহ যা হয় সাধ,

মানভঞ্জন

মানমেযে কেন আজি, ঢাকিল সে কর রাজি,

অসমত নহে কোন রাপে। হর প্রাণ মান হর, দণ্ডের বিধান কর, ফুল কর মুখ রস কূরে ॥ যুচাইয়া আবরণ, তুল চারু চন্দ্রানন, ভূষণ লইয়া দেহে পর। আমার বচন ধর, ধরাসন ত্যাগ কর, এস প্রিয়ে পালক উপর।। যুছ হে নয়ন জল, ধরি প্রভানিরমল, ন চুক নয়ন রঙ্গ তরে। ওপদ কমল দাসে, কৃপাকরি লহ পাশে, শান্ত কর কান্তের অন্তরে।। দিয়ে প্রাণ কৃপা দৃষ্টি, মধুর বচন বৃষ্টি, ও বর বদন হতে কর। শুষ্ক কট্রে উভরায়, ত্বিত্ত চাতক প্রায়, বাক্যবারি যাচিছে অন্তর।।





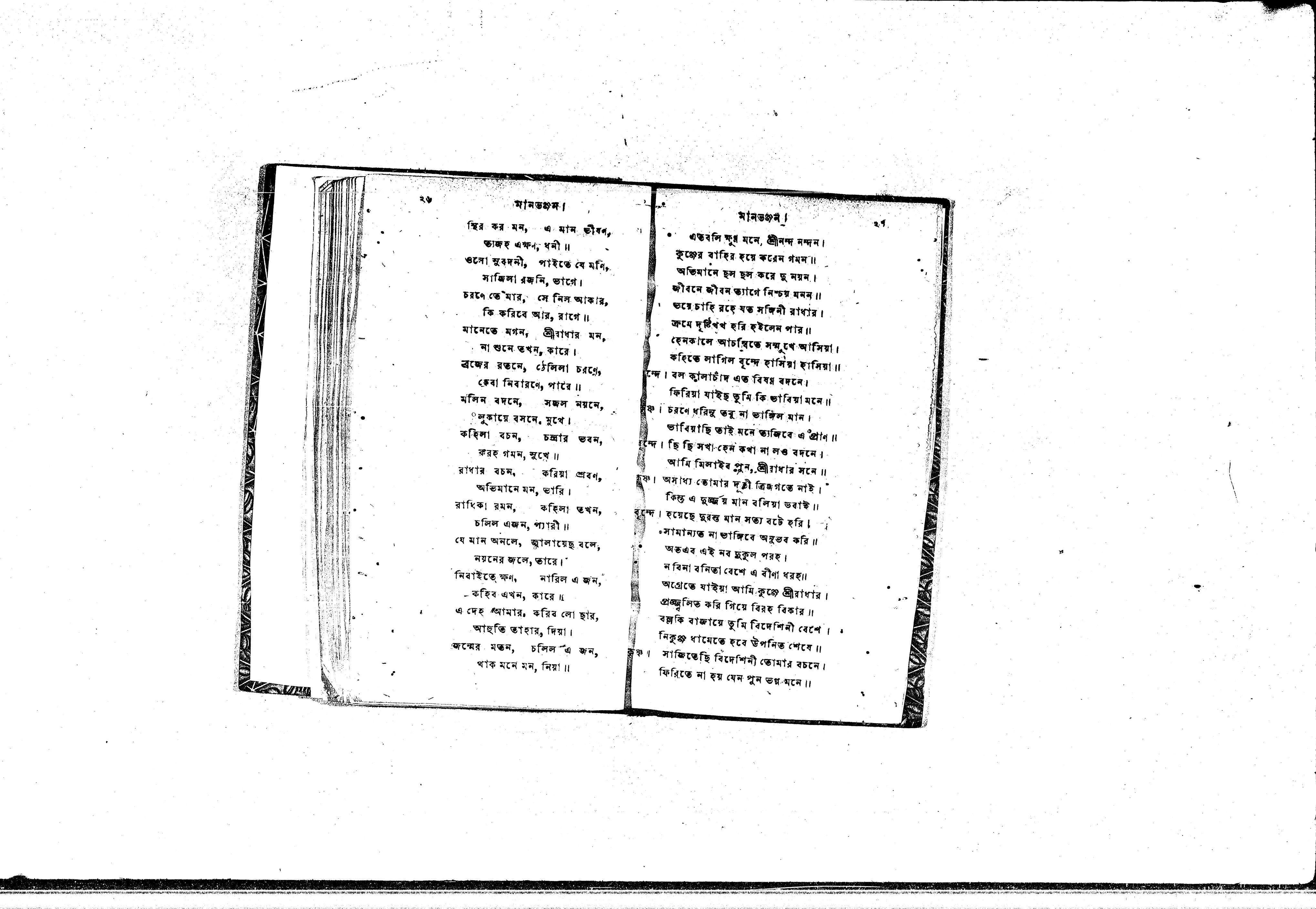
ন্থির কর মন, এ মান ভীষন, छाकर धकन, धनी॥ ওলো সুবদনী, পাইতে যে মণি, সাজিলা রজনি, ভাগে। চরতে তে মার, সে নিল আকার, কি করিবে আর, রাগে॥ মানেতে মগন, জীবাধার মন, না শুনে তখন, কারে। ৰজের রতনে, ঠেলিলা চরণে, **८कवा निवांत्ररन, शांदेत्र ।।** মলিন বদনে, সজল নয়নে, ্লুকায়ে বসনে, মুথে। কহিলা বচন, চন্দ্রার ভবন, করহ গমন, সুখে।। রাধার বচন, করিয়া শ্রেবন, অভিমানে মন, ভারি। রাধিক। রমন, কহিলা তখন, চলিল এজন, পারী ॥ যে মান অনলে, জ্বালায়েছ বলে, নয়নের জলে, তারে। নিবাইতে, কণ, নারিল এ জন, - কহিব এখন, কারে॥ এ দেহ আমার, করিব লো ছার, আহতি তাহার, দিয়া। জন্মের মতন, চলিল এ জন, থাক মনে মন, নিয়া॥

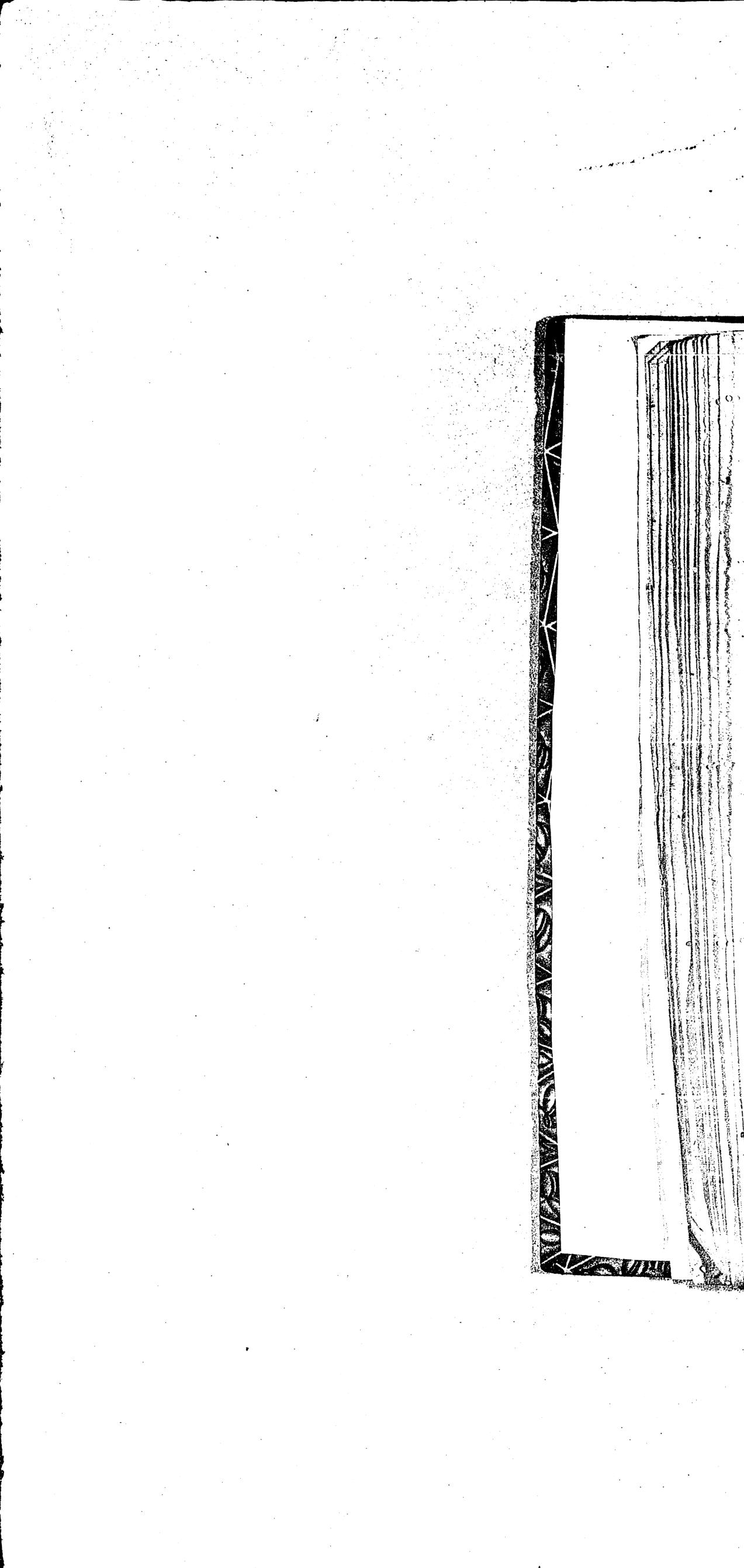
মানভঞ্চন।

এতবলি কুগ মনে, জীনন্দ নন্দন। কুঞ্জের বাহির হয়ে করেন গমন।। অভিমানে চল চল করে তু নয়ন। জীবনে জীবন ভ্যাগে নিশ্চয় মনন ৷৷ তরে চাহি রহে যত সঙ্গিনী রাধার। জ্যে দৃষ্ঠিপথ হরি হইলেন পার।। হেনক লে আচল্বিতে সন্মুখে আলিয়া। কহিতে লাগিল বৃদ্দে হাসিয়া হাসিয়া।। দে। বল কালাচাদ এত বিষয় বদনে। ফিরিয়া যাইছ তুমি কি ভারিয়া মনে।। ষে। চরণে ধরিত্ব তরু না তাঙ্গিল মান। ভাবিয়াছি তাই মনে ত্যজিবে এ প্রাণ ৷৷ দুন্দ। ছি ছি সখা হেন কথা না লও বদনে। আমি মিলাইৰ প্ন, জীৱাধার সনে॥ ক্ষে। অসধ্য ভোমার দূরী ত্রিজগতে নাই। কিন্দু এ তুজ্জ য় মান বলিয়া ভবাই।। বুল্দে। হয়েছে ছরন্ত মান সভা বটে হরি। •সামান্যত না ভাঙ্গিবে অনুভব করি॥ অভগ্র এই নব ছুকুল পরহ। ন বিনা বনিতা বেশে এ বীণা ধরহা। অগ্রেতে যাইয়া আমি কুণ্ডে জীরাধার। প্রচ্জুলিত করি গিয়ে বিরহ বিকার॥ বল্লকি বাজায়ে তুমি বিদেশিনী বেলে। নিকুঞ্জ ধামেতে হবে উপনিত লৈবে ৷৷ সাক্ষিতেছি বিদেশিনী তোমার বচনে। **A** 33 || ফিরিতে না হয় যেন পুন ভগ্ন-মনে।।

# मानडक्षन।

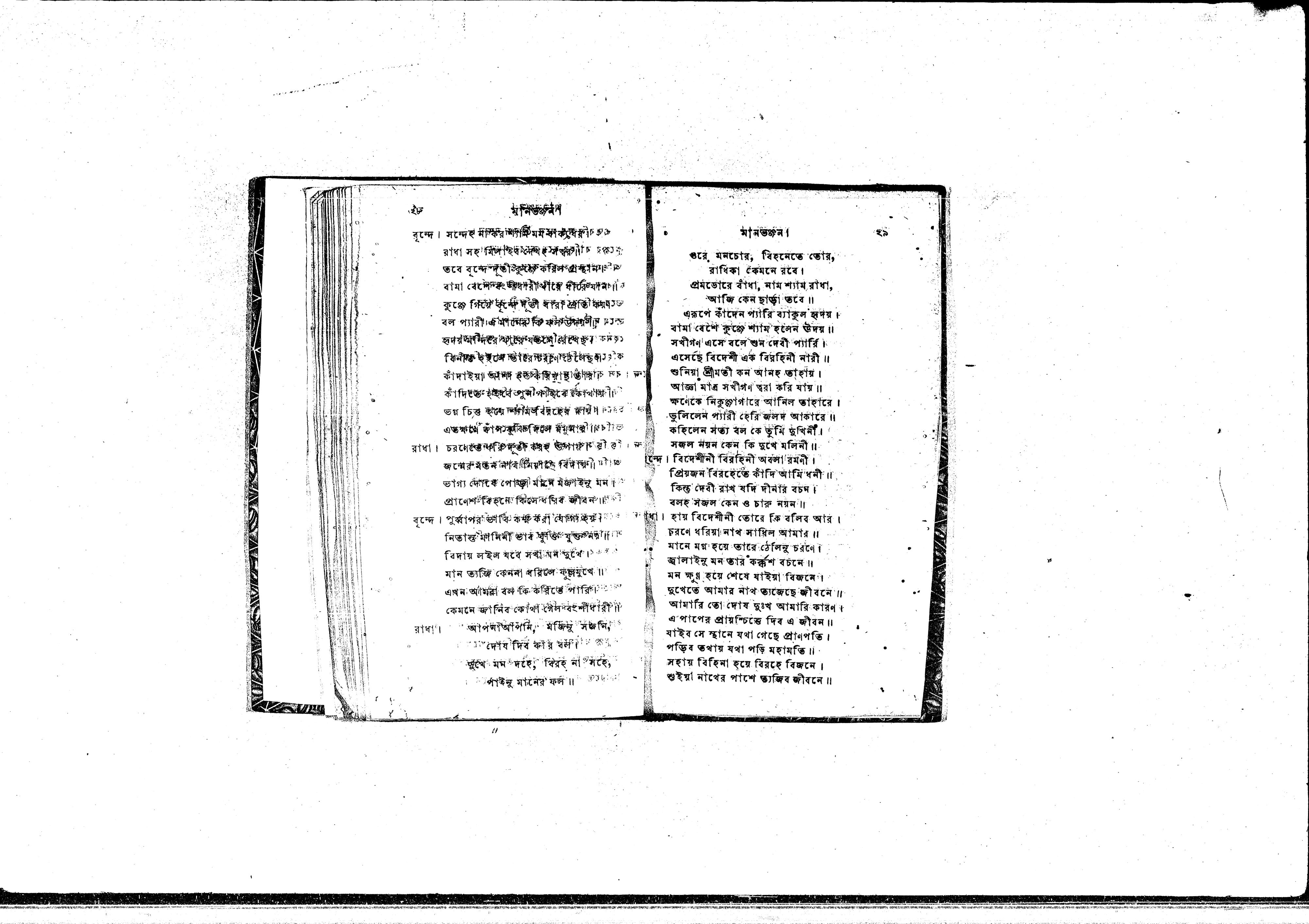
2.4





1 · · ·

मनिष्ठन्वम तुरन्त । मरन्त्र मल्कित मिनियम मक कर्षि के अ মানভঞ্চন। রাধা সহায়িল হিম নেশ্ব হ সাভারস্থা চ হলে হ গুরে মনচোর, বিহনেতে তোর, তবে বৃন্দে দু ভীইকু হৈ ক বিল প্রা ক না ল রাধিকা কেমনে রবে। বামা বেলেন্দ্র্ জাল্পনীক্ষা স্থে প্রতিষ্ঠিয় স্থানি প্রমডোরে বাঁধা, নাম শ্যাম রাধা, আজি কেন ছাৰ্ড্বা তবে।। কুঞ্জে সিয়ে কৃদে দূলী স্থার প্রজি কায় য এরপে কাঁদেন প্যারি ব্যাকুল হৃদয়। বল প্যারী এ মণলের কি ফল উদায় লি দা বামা বেলৈ কুঞ্জে শ্যাম হলেন উদয় ৷৷ সখীগণ এসে বলে শুন দেবী প্যার্র। যিনীক হ ই বেশ ভাইর ন্টর ইণ হিট লৈছ বা ? ? ক এসেছে বিদেশী এক বিদ্নহিনী নারী॥ গুনিয়া জীমতী কন আনহ তাহায়। আজ্ঞা মাত্র সখীগণ ত্বরা করি যায়।। কাঁদিনত হত্বে পুনীক্ষীক্ত কে লকগথায়ী কণেকে নিকুঞ্চাগারে আনিল ভাহারে। ভগ্ন চিন্ত ইন্দো লাগীমজ বিয়হের কারী দানের ভুলিলেন গ্যারী হেরি জলদ আকারে ॥ এডকথে কাঁপসকুরিজ কিলে ইয়ুলারা (৫০) কহিলেন সত্য বল কে তুমি চুখিনী। तांधा । हत्र भल्डा के के के के कि कि के कि को के कि हो हो । के সজল নয়ন কেন কি তুখে মলিনী। [ रन्म। विष्मभीनी विद्रशि विक्ना त्रम्ती। জনোর মতন নগবিদিম মণ চৈ বিদ সিনা। 110 প্রিয়জন বিরহেতে কাঁদি আমি ধনী ॥ ভাগ্য দোদে পোজা মালে মজাইনু মন কিন্তু দেবী রাখ যদি দীনার বচন। প্রাবেশ কিন্তান কিন্দের জির নগা বলহ সজল কেন ও চারু নয়ন।। ধা। হায় বিদেশীনী তোরে কি বলিব আরে। বৃদ্দে। পূর্বাপর ভাবি কর্ম করা যোগ্য হয়। চরণে ধরিয়া নাথ সাধিল আমার।। নিভান্ত ফানিন ভাৰ যুক্তি যুক্তন গা মানে মগ্ন হয়ে তারে ঠেলির চরণে। বিদায় লইন যবে সথা মন তুথে। জ্বালাইনু মন তার কর্কাণ বচনে।। মান ত্যক্তি কেননা ধরিলে ফ্লমুথে ॥ মন ক্ষু হয়ে শেষে যাইয়া বিজনে। এখন আগ্যির বল কি করি তে পারি। তুখেতে আমার নাথ ত্যজেছে জীবনে।। আমারি তো দোষ তুঃখ আমারি কারণ । কেয়নে জানিব কে থা সেল বং লীধারী ৷ এ পাপের প্রায়শ্চিত্তে দিব এ জীবন।। অপিশীঅশিশনি, মজিনু সজনি, রাধাং। যাইব সে স্থানে যথা গেছে প্রাণপতি। ा रहनेय हिंद को द रहे। পড়িব তথায় যথা পড়ি মহামতি।। জুবিধ মদ দহে, বিরহ না সহে, সহায় বিহিনা হয়ে বিরহে বিজনে। শুইয়া নাথের পাশে ভাজিব জীবনে।। পাইনু মানের' ফল ।। ( २३)





. .

and the state of the state of the state of the

# মানভঞ্জন। হায়রে মরিল নাথ আগার কারনে। দিব এ জীবন আমি ভাঁহারি চরলৈ।। বিন্দে। মা কহ মা কহ হেন কুৎ সিত বচন। অগমিয়ে। ডুঃখিনী সখী ভোমার মতন।। গলা ধরাধরি করি এসলো তুজনে। কাঁদিব দেঁহোর ত্বখে বসিয়া নিজ্জনে।। এভবলি বাহু প্রশারিন আলিঙ্গনে। অমনি দেখিলা রাধা রাধিকার মনে ॥ ভৃগুমনি পদ চিহু হৃদয় কমলে। দেখিলেন প্যারী ঢাকা বসন অঞ্চলে ৷৷ বাহু পাশে বান্ধি নাথে জীমতী সন্ধরে। কহিলেন হাস্য মুখে গদ গদ স্বরে॥ অপরাধ ক্রমা কর অবলা জনার। না বুনিয়া অপমান করেছি তোমার ॥ আজি হতে সখা আর মানিনী না হব। ষাবত জীবন তব প্রেমে বঁধা রব।। প্রাণের পুত্তলি শ্যাম জলদ আকারে। অধিনী রাধিক কি হে ভুলিবারে পারে ॥-ভুলিব বদনে বলি ভুলি বার নয়। অন্তরে অন্তর নহে কৃতু রসময় ॥ অন'বৃত্ত দেঁহাকার হৃদয়ে এখন। প্রেমভরে এস নাথ করিব মিলন বা রুনিবে যা নারি হৃদি দেখাইতে চিরে। ধুক্ ধুক্ করি মন বলিবেক ধিরে। রাধা, সহ রাধানাথ আসিয়া মিলিল। , রঙ্গিণী নজিনী নব পুলকে পুরিল।। সমাপ্ত

